বিংশ শতাব্দীর কীর্তনীয়া

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র—৩৭ (৩)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্

বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তণীয়া

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সংগৃহীত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট শ্রীচৈতন্যডোবা।

পোঃ—হালিসহর ॥ উত্তর ২৪ পরগণা

পশ্চিমবঙ্গ ॥ ☎ ৫৮৫০৭৭৫

প্রকাশক—

শ্রীকিশোরী দাস ববাজী

শ্রীচৈতন্য ডোবা, হালিসহর

উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রথম সংস্করণ—১৪০৬ বঙ্গাব্দ ১লা মাঘ

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা ॥ পোঃ—হালিসহর
জেলা—উত্তর ২৪ পরগণা ॥ পশ্চিমবঙ্গ
☎ ৫৮৫০৭৭৫

২। মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরন দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০৭৩ ॥ ফোন—২৪১-৭৪৭৯

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৬৮, বিধান সরনী
কলিকাতা—৭০০০০৬ ॥ ফোন—২৪১-১২০৮

৪। শ্রীপরিতোষ দাস অধিকারী
শিবরামপুর শ্রীভাগবত কীর্ত্তন আশ্রম
গ্রাঃ+পোঃ—শিবরামপুর
পিন—৭২১৬৫০ ॥ জেলা—মেদিনীপুর

ভিক্ষা- চল্লিশ টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিপ্রেস * শ্রীচৈতন্যডোবা মন্দির * হালিসহর

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

॥ সম্পাদকীয় ॥

আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ। সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ॥
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ। বন্দে জগৎ প্রিয়কারৌ করুণাবতারৌ॥

যুগধর্ম্ম সংস্থাপক সংকীর্ত্তন পিতা শ্রীগৌর সুন্দর নিজরস আস্বাদনের উপলক্ষ্যে শ্রীরাধাভাবকান্তি সম্বলিত স্বরূপে প্রকট হইয়া যুগধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন। শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের মহিমা বর্ণনে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্তখণ্ডের বর্ণন যথা —

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়। নাম সংকীর্ত্তন কলির পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন। সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম সংকীর্ত্তন হইতে সর্ব্বানর্থ নাশ। সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণ পরম উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন। চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্‌গম॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত আস্বাদন। কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥

নাম সংকীর্ত্তনে সর্ব্ব অনর্থ বিনাশিত হইয়া চিত্ত শুদ্ধি ঘটায় এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের উদ্‌গম ঘটাইয়া থাকে। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে বলিয়াছেন — নাম লীলা গুণাদীনাং উচ্চৈভাষা তু কীর্ত্তনম্॥

নাম ও লীলাগুনাদি উচ্চ ভাষণকেই কীর্ত্তন বলে। শ্রীমদ্ভাগবতে লীলা গানের প্রসঙ্গে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন —

সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া, লীলাকথা স্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চ গীতাঃ।
অজ্ঞাস্থিত অনুগৃণন্ গুন বিপ্রমুক্তো, দূর্গানি তে পদযুগালয়হংস সঙ্গ॥

হে নৃসিংহ! তোমার চরণ যুগল আশ্রয়কারী, মহাজ্ঞানী ভক্তগণের সঙ্গ বলে, রাগাদি পরিহার পূর্ব্বক প্রিয় সুহৃদ ও পরদেবতা স্বরূপ তোমার বিরিঞ্চি গীত মহিমময়ী লীলাকথা কীর্ত্তন করিয়া আমি সমস্ত দুঃখ তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞানে অতিক্রম করিব। তথাহি—শ্রীভাগবত সন্দর্ভেঃ—

বহুজন মিলিত্বা কীর্ত্তনং সংকীর্ত্তন মিত্যুচ্যতে।

বহুজন মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করিলে তাহাকে সংকীর্ত্তন বলা হইয়া থাকে।

সংকীর্ত্তন দ্বিবিধ—নাম সংকীর্ত্তন ও লীলা কীর্ত্তন। নাম সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে বহির্মুখ জীব ঈশ্বরমুখী হইয়া হৃদয় নির্ম্মল করতঃ প্রেমানন্দে বিভোর হন। আর লীলাকীর্ত্তন শ্রীগৌর গোবিন্দের প্রেমলীলা কাহিনী-কে পালা ক্রমে পদাবলী সহযোগে সুর তাল সহকারে পরিবেশিত হইয়া ভক্ত হৃদয়ে শ্রীগৌর গোবিন্দের প্রেমলীলা বৈচিত্র্যের সঙ্গে রূপ গুন মাধুর্য্য জগরূপ হয়তঃ প্রেমানন্দে বিভোর করে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে জয়দেব—বিদ্যাপতি—চণ্ডীদাস পদাবলী রচনার মাধ্যমে শ্রীরাধা গোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলারস মাধুর্য্য জগতে প্রতিভাত করেন। শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর সেই সকল পদাবলী আস্বাদন করতঃ ব্রজ প্রেমলীলা রসমাধুর্য্যে বিভাবিত হইতেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে, গায় শুনে পরম আনন্দ॥

শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলীর পুরোধা জয়দেব—বিদ্যাপতি—চণ্ডীদাস রামানন্দ রায়। আর গৌরলীলা বিষয়ক পদাবলী রচনার পুরোধা শ্রীখণ্ড বাসী গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর।

তথাহি—শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী—১/২/২৭ পদ

গৌরলীলা দরশনে, বড় ইচ্ছা হয় মনে, ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞিও অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম, কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
○ ○ ○ ○ ○ ○
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি, প্রকাশ করয়ে প্রভু লীলা।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুঃখ, গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রকাশের পূর্ব্বে নরহরি সরকার ঠাকুর বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাসের রচিত পদাবলী অবলম্বনে লীলা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য শেখর রায়ের বর্ণন—

রঘুনন্দনের পিতা, মুকুন্দ যাহার ভ্রাতা, নাম তার নরহরি দাস।
রাঢ়ে বঙ্গে সুপ্রচার, পদবীতে সরকার, শ্রীখণ্ড গ্রামেতে বসবাস॥
গৌরাঙ্গের জন্মের আগে, বিবিধ রাগিনী রাগে, ব্রজরস করিলেন গান॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট লীলাকালীন শ্রীল মাধব ঘোষকে এড়িয়াদহে দান খণ্ড লীলাকীর্ত্তন করিতে দেখা যায়।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অন্তে—৫ অধ্যায়

হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ মল্লরায়। করিতে লাগিল নৃত্য গোপাল লীলায়॥
দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ। শুনি অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ॥

এইভাবে তদনুকরনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী বহু পার্ষদ পদাবলী রচনা ও লীলা কীর্ত্তনের মাধ্যমে শ্রীগৌর গোবিন্দের প্রেমলীলা রস মাধুর্য্য জীব জগতে প্রতিভাত করিয়াছেন। সেই সকল মহামহিম পদকর্ত্তা ও লীলা কীর্ত্তন গায়কগণের পরিচিতি ও জীবনীর ঐতিহাসিক স্মৃতি সংরক্ষণের কারণে এই "বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তণীয়া" নামক গ্রন্থখানির প্রকাশ। ইতিপূর্ব্বে দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে শ্রীপাট ময়নাডালের বিশেষ পরিচিতি ও দ্বিতীয় খণ্ডে মনোহর শাহী ঘরানার বিশেষ বিবরণ সহ কতিপয় কীর্ত্তনরত কীর্ত্তণীয়া, অবসর প্রাপ্ত কীর্ত্তণীয়া ও প্রয়াত কীর্ত্তণীয়া গণের পরিচিতি সহ জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। অধুনা তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশ ঘটিল। আলোচ্য গ্রন্থ সম্পাদনে যাহারা তথ্য পাঠিয়ে সহযোগীতা করিয়াছেন; তাহাদের জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা। শ্রীমন্মহাপ্রভু সবার কল্যান বিধান করুন। এখন সুধী পাঠকবৃন্দ আমার সর্ব্বানুরূপ ত্রুটি মার্জ্জনা করুন।

শ্রীশ্রীপ্রানকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির
জগদ্ গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর
শ্রীপাট। শ্রীচৈতন্যডোবা,
হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা
১৪০৬ সাল

নিবেদক
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন
কিশোরী দাস

॥ সূচীপত্র ॥

মহিলা কীর্ত্তনীয়া

(জেলা ভিত্তিক কীর্ত্তণীয়া

মেদিনীপুর

কৃষ্ণানন্দ দাস, সুকুমার সামন্ত, নিত্যানন্দ অধিকারী, নিখিল খাঁড়া, গৌতম জানা, গোপাল চন্দ্র দাস, সুভাষ দাস গোবিন্দ চরণ কুইল্যা, বিষ্ণুপদ দাস, নারায়ণ দাস অধিকারী, গৌরাঙ্গ চরণ দাস, আলোক আড়ি, স্বপন সামন্ত, সুভাষ কর, রঘুপতি চক্রবর্ত্তী, কালী পদ গোস্বামী, কুমারী অঞ্জুলী মাঝি,

কলিকাতা

ভবানী সরকার, রাধা সরকার,

২৪ পরগণা

জগাই দাস, তুলসী দাস সরকার, শ্রীমতী অঞ্জলী মান্না, নিরঞ্জন মণ্ডল, বিমল বিশ্বাস,

নদীয়া

শ্রীমতী অনিতা বিশ্বাস, আশুতোষ চ্যাটার্জ্জি,

হুগলী

শ্রীমতী মঞ্জুরাণী দাস,

—০—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তণীয়া

গ্রন্থারম্ভঃ

ঃ প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের পরিচয় ঃ

নৃসিংহ দেব—রাজা নরসিংহ দেব ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য। তিনি পক্কপল্লী দেশের রাজা ছিলেন। তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—১৯ বিলাস
"নরোত্তমের স্বগন রাজা নরসিংহ রায়। অতি দূরদেশ পক্কপল্লী বাস হয়॥
গঙ্গাতীরে নগরী সেহ অতি মনোরম। পুত্রসম স্নেহে প্রজা করয়ে পালন॥"
ঠাকুর নরোত্তম খেতুরীতে অবস্থান করিয়া প্রেম প্রচার আরম্ভ করিলে রাজা নরসিংহের সভার পণ্ডিতগণ তাঁহার প্রভাবে কটাক্ষ করিতে লাগিলেন। রাজার সমীপে পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করিতে লাগিলেন যে 'যে কোন প্রকারে নরোত্তমের প্রভাব ক্ষুন্ন করিতেই হইবে। রাজা পণ্ডিত গণের বাক্যে বাধ্য হইয়া একদিন পণ্ডিত মণ্ডলী সমবিব্যবহারে খেতুরী অভিমুখে রওনা হইলেন। গড়ের হাটের নিকটবর্ত্তী কুমারপুর নামক স্থানে রাজা তাঁবু গাড়িলেন। এদিকে রামচন্দ্র কবিরাজ ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী রাজার আগমন কাহিনী শুনিয়া কুমারপুরে কুমার ও বাড়ুই সাজিলেন এবং ঘটনাচক্রে সশিষ্য পণ্ডিতগণকে পরাভব করিলেন। পণ্ডিত গণের পরাভবে রাজা লজ্জিত ও চিন্তিত হইলেন। শেষে নরোত্তমের মহিমা সম্যক উপলব্ধি করিয়া পত্নী রূপমালা ও পণ্ডিত মণ্ডলীসহ নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তদবধি রাজা পরম বৈষ্ণব হইলেন এবং নরোত্তমের সঙ্গানন্দে বিভোর হইলেন। 'নরসিংহ দেব' ভনিতা যুক্ত বহু পদ পদকল্পতরু নামক গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে।

২। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য বীর হাম্বীরের বন্ধু

তথাহি—সারাবলী

"আচার্য্য প্রভুর শিষ্য নৃসিংহ রাজন। পরম পণ্ডিত হয় ভক্তি পরায়ন।
পূর্ব্ব পুরুষ হৈতে মানভূমে স্থিতি। পদকর্ত্তা বলিয়া সর্ব্বত্র যাঁর খ্যাতি॥

নৃসিংহ কবিরাজ—নৃসিংহ কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। তাঁহার ছোট ভাই কবিশ্রেষ্ঠ নারায়ণ কবিরাজ।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—

নৃসিংহ কবিরাজ মহাকবি যেঁহোঁ। যার ভ্রাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ তেঁহো॥

নৃসিংহ কবিরাজ নবপদ্য নামক কবিত্ব গীত রচনা করেন।

প

পরশুরাম দাস—পরশুরাম শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ও মাধব সঙ্গীত নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। উভয় গ্রন্থই শ্রীকৃষ্ণলীলাকে কেন্দ্রকরেই বিরচিত। তাঁহার পরিচয় বিষয়ে মাধব সঙ্গীত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের বর্ণন যথা—

চম্পক নগরী গ্রাম, তাহাতে নিবাস ধাম, নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥
লোকনাথ হরিয়ায়, তৎপুত্র সুবুদ্ধিরায়, তাঁর পুত্র শ্রীমধুসূদন।
দ্বিজকুলে জনমিয়া, তাঁহার নন্দন হঞা, বিরচিল কৃষ্ণের কীর্ত্তন॥
পায়া গুরু উপদেশ, কৃষ্ণসেবা সবিশেষ, অনন্ত মহিমা গুন গ্রাম।
আপনি কলম ধরি, লিখন করেন হরি, পরশুরামের মাত্র নাম॥

ঐ ১৪ অধ্যায়

সংসারে ধনিধনি, ক্ষেত্রিয় শিরোমনি, শিখর শ্যাম অধিপতি।
নৃপতি আশ্রমে, দ্বাদশকন্যা গ্রামে, রচিল সঙ্গীত পুঁথি॥

ঐ—৬ অধ্যায়

ক্ষেতি অবতংস, মহারাজ বংশ কুমার শিখর শ্যাম।
যার দেশে বসি, সঙ্গীত বিলাসী, রচিল পরশুরাম॥

পরশুরাম ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় চম্পাইনগর নামক গ্রামে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহন করেন। পিতা মধুসূদন রায়। দ্বাদশ কন্য গ্রামের কুমার শ্যামশিখরের আশ্রয়ে থাকিয়া মাধব সঙ্গীত রচনা করেন। ইনি আউলিয়া মনোহর দাসের নিকট বেশাশ্রয় গ্রহন করেন। (গৈঃ বৈঃ আঃ)

তাহার গুরু পরিচয় বিষয়ে ঐ—৪ অধ্যায়

পরশুরামের রাহু গুরুপদ আশ। দেহ পদছায়া প্রভু মনোহর দাস॥

মনোহর দাসের পরিচয় বিষয়ক বর্ণন যথা—

ঐ—১২ অধ্যায়

তুমি সে করুনাসিন্ধু, অধম জনের বন্ধু, মোরে সভে চরনকিঙ্করী।
খণ্ডিঞা সকল মায়া, মনোহর দাসে দয়া, কর কৃষ্ণ নাকর চাতুরী॥
অনুজ কিশোর দাস, তার পুর অভিলায, কৃপাকর বৃন্দাবন দাসে।
মাধব দাসের মনে, বিলসহ অনুক্ষণে, প্রিয়াযত পরিনত বেশে॥

পদাবলী গ্রন্থ রচনা বিষয় বর্ণন যথা—১ অধ্যায়

মূলবাস পঞ্চধ্যায়, ভক্তিশাস্ত্র অভিপ্রয়। পঞ্চরাত্রি বিবিধ সংহিতা।
ভক্তিযুক্তি নানাগ্রন্থ, কৌমার গৌতমীতন্ত্র, বিষ্ণু রুদ্র পুরানের কথা॥
নাটক নাটিকা ভেদ, গোপাল তাপিনী বেদ, বৃহৎকুল দীপিকা বিহিত।
নিত্যপ্রিয়া সখাসখি, নামগ্রাম যৃথলেখি, এই হেতু মাধব সঙ্গীত॥

পদকর্ত্তা পরশুরামের সংস্কৃত, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় যথেষ্ট দখল ছিল মাধব সঙ্গীত গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় 'পদ উৎকল' উৎকল ভাষায় পদ রচনা করেন। পদকর্ত্তা গ্রন্থের বন্দনার অনুক্রমে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী মনে হয়।

পরমানন্দ গুপ্ত—শ্রীপরমানন্দ গুপ্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। প্রভু তাহার গৃহে অবস্থান করিয়া ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ স্তবাবলীগ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি—শ্রীগৌরগণোদ্দেশ—১৯৯ শ্লোকঃ

"পরমানন্দ গুপ্তো যৎ কৃতা কৃষ্ণ স্তবাবলী।"

জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের মতে তিনি 'গৌরাঙ্গ বিজয়' নামক গীত রচনা করেন। তথাহি—নদীয়া খণ্ডে—

"সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥"

পদকল্পতরু গ্রন্থে পরমানন্দ ভনিতা যুক্ত পদাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে।
পদকল্পতরু গ্রন্থে 'পরমানন্দ' ভণিতার গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে। তাহা একজন পরমানন্দের কিনা বিচার্য্য কেহ কেহ সেন শিবানন্দ সুত পরমানন্দ দাসকে (কবি কর্ণপুর) পদকর্ত্তা

বলিয়া থাকেন কাশীবাসী গৌরাঙ্গপার্ষদ এক পরমানন্দ কীর্ত্তণীয়ার নাম পাওয়া যায়। তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—মধ্যে ২৫ পরিচ্ছেদ

"তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর, কীর্ত্তণীয়া পরমানন্দ পঞ্চজন॥"

পরমেশ্বর দাস—শীপরমেশ্বর দাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ও দ্বাদশ গোপালের মধ্যে একজন। প্রভু নিত্যানন্দের প্রেম বিতরণ লীলায় পর মশ্বর সঙ্গী রহিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিছুকাল পর শ্রীজাহ্নবা দেবী 'শ্রীরাধা-রানী' মূর্ত্তি নির্ম্মান করাইয়া পরমেশ্বরের মাধ্যমে বৃন্দাবন প্রেরন করেন। সেই বিগ্রহ বৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথের বামে প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই সংবাদ লইয়া পরমেশ্বর খড়দহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তারপর জাহ্নবাদেবীর আদেশে তড়া আটপুরে শ্রীরাধা গোপীনাথ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তথায় সেবা-নন্দে অবস্থান করেন। তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—১৩ তরঙ্গে—

"তড়া আটপুর গ্রামে শীঘ্র করিযাহ। তথা রাধাগোপীনাথ সেবা প্রকাশহ॥
ঈশ্বরীর আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বর দাস। রাধাগোপীনাথ সেবা করিলা প্রকাশ॥

তিনি স্বপ্রভাবে সংকীর্ত্তন মধ্যে শৃগালকে নাম লওয়াইয়া ছিলেন।

তথাহি—বৈষ্ণব বন্দনা—

পরমেশ্বর দাস বন্দিব সাবধানে। শৃগালে লওয়ান নাম সঙ্কীর্ত্তন স্থানে॥"

পদকল্পতরুর গ্রন্থের 'পরমেশ্বর' নামে পদ দেখা যায়।

প্রসাদদাস—প্রসাদ দাসের নাম গুরুপ্রসাদ সেনগুপ্ত। (মতান্তরে শ্রী-নিবাস আচার্য্য শিষ্য করুণাময় মজুমদার পুত্র) তিনি "পদচিন্তামনি মালা" নামক পদাবলীর সঙ্কলায়তা। ইহার অধিকাংশ কবিতাই ব্রজ বুলিতে রচিত। ১২৮৩ বঙ্গাব্দে প্রথমতঃ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ভূমিকাতে ইনি ব্রজবুলি ভাষায় স্বরবিষয়ে ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন (বৈষ্ণব জীবন ধৃত)। পদকল্পতরু গ্রন্থে 'প্রসাদ দাস' ভণিতায় বহু পদ রহিয়াছে।

পীতাম্বর দাস—শ্রীপীতাম্বর দাস শ্রীখণ্ড নিবাসী পদকর্ত্তা। রাম-গোপাল দাসের পুত্র। শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের বংশধর শ্রীশচী নন্দন ঠাকুরের শিষ্য। পীতাম্বর দাস অষ্টরস ব্যাখ্যা ও রসমঞ্জরী গ্রন্থ

প্রনয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সঙ্গীতের অমূল্য সম্পদ। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী বর্ণনের কারন সম্বন্ধে তাহার বর্ণন এইরূপ।

তথাহি—

রসকল্পবল্লী গ্রন্থের অষ্টম কোরকে।
তাহসূক্ষ্ম করিতে পিতা আজ্ঞা দিল মোকে॥
তাহার কড়চা কিছু আছিল বর্ণন। গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে না কৈল লিখন॥
সেই অষ্টদলের মঞ্জরী কথোক পাইল। রসমঞ্জরী বলি তবে গ্রন্থ জানাইল।

পূর্ণানন্দ দাস—প্রভু নিত্যানন্দের ভ্রাতার নাম পূর্ণানন্দ। কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী গ্রন্থে দ্বিজ পূর্ণানন্দ ভনিতা যুক্ত দুইটিপদ দৃষ্ট হয়। তথাহি—
"ব্রহ্মাষলে শুন রাজা, সাধিবে কেমন সারা, সন্ধ্যা করিয়া আসি আমি।
কহে দ্বিজ পূর্ণানন্দ, গোপাল পদারবৃন্দ, নৃপতি এখানে থাক তুমি॥"

প্রেম দাস—প্রেমদাসের নাম শ্রীপুরুষোত্তম বাগীশ। তাঁর শ্রীগুরু প্রদত্ত নাম প্রেমদাস। তাঁর বংশ পরিচয় সম্পর্কে স্বীয় গ্রন্থে তাহার বর্ণন যথা—

তথাহি—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদ—

প্রভু যবে প্রকট আছিলা।
"বৃদ্ধ প্রপিতামহ, শ্রীগোকুল নগরে সেহ, গৃহাশ্রমে বর্ত্তমান হৈলা॥
কাশ্যপ মুনির বংশ, বিপ্রকুল অবতংস, জগন্নাথ মিশ্র তাঁর নাম।
তাঁর পুত্র কুলচন্দ্র, নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ, তাঁর পুত্র গঙ্গাদাসাখ্যান॥
তাঁর ছয় পুত্র ছিলা, তিনভ্রাতা কৃষ্ণ পাইলা, তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট।
শ্রীগোবিন্দ রাম, রাধাচরণ মধ্যম, রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম নিষ্ঠ॥
কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম, গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।
সিদ্ধান্ত বাগীশ বলি, নাম দিল বিজ্ঞাবলী, কৃষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ॥

প্রেমদাসের গুরু বৃদ্ধ পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র গোকুলনগরে বাস করিতেন। জগন্নাথের পুত্র মুকুন্দানন্দ, তাঁরপুত্র গঙ্গাদাস। গঙ্গাদাসের ছয়পুত্র তিন পুত্র অল্পকালে গঙ্গাপ্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট তিন পুত্র গোবিন্দরাম, রাধাচরণ ও পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমের অত্যদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখিয়া

বিজ্ঞগণ তাহাকে সিদ্ধান্ত বাগীশ উপাধি প্রদান করেন। তখন তাহার নাম হয় পুরুষোত্তম সিদ্ধান্ত বাগীশ। তাঁহার গুরু পরিচয় সম্পর্কে বংশী শিক্ষা গ্রন্থের বর্ণন এইরূপ।

"মোর পরাপর গুরু প্রভু রামচন্দ্র। যাহা হৈতে পায় লোক নিগূঢ় আনন্দ॥
উর্দ্ধবাহু হঞা বন্দো শ্রীহরি গোসাঁই। গুরুপদ পদ্মনিষ্ঠ যাঁর সমনাই॥

প্রেমদাস ষোড়শ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে গমন করতঃ শ্রীগোবিন্দ দেবের রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে তাঁহার জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা তথায় উপনীত হইয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন করেন। একদিন স্বপ্নে নবদ্বীপধাম সহ সপার্ষদ নিতাই গৌরাঙ্গ দেবের দর্শন ও লীলায় সেবা করিয়া অশেষ করুনা লাভ করেন। তদবধি তিনি গৌরাঙ্গের মধুর লীলা রস আস্বাদনে উদ্বিগ্ন হইলেন। কবি কর্ণপুর বিরচিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন ও বংশীশিক্ষা গ্রন্থ রচনা করেন। বংশীবিলাস, বংশীলীলামৃত, রামের কড়চা, কেশব সঙ্গীত, গৌরাঙ্গ বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থ, পদাবলী, সাধু বাক্য বিচার করিয়া বংশীশিক্ষা গ্রন্থ রচনা করেন। ১৬৩৪ শকে চৈতন্য চন্দ্রোদয়ের বঙ্গানুবাদ ও ১৬৩৮ শকে বংশীশিক্ষা গ্রন্থ রচনা করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে প্রেমদাসকৃত বহু পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রেমদাসের নামান্তর প্রেমানন্দ। প্রেমানন্দের মনঃশিক্ষা সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ।

বাসুদেব ঘোষ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমলীলা বৈচিত্র অবলম্বনে পদাবলী রচনায় শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি ঠাকুর পুরোধা হইলেও বহু মুখী লীলার পদাবলী রচনায় শ্রীল বাসুদেব ঘোষ অগ্রগণ্য। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী রচনায় বাসুদেব ঘোষ সর্ব্বজন বিদিত। তাঁহার আবির্ভাব বিষয়ে শ্রীপাট পর্য্যটন গ্রন্থের বর্ণন— "অগ্রদ্বীপে তিন ঘোষ লভিলা জনম।"

হাওড়া ষ্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী অগ্রদ্বীপ ষ্টেশন। অদ্যাপি তথায় শ্রীগোবিন্দ ঘোষের শ্রীগোপীনাথ সেবা বিরাজিত। গোবিন্দ মাধব ও বাসুদেব ঘোষ তিন ভাই শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ও কীর্ত্তনীয়া। তিন জনেরই পদাবলী সাহিত্যে অবদান রহিয়াছে।

শ্রীবাসুদেব ঘোষের পূর্ব্বাবতার বিষয়ে কবি কর্ণপুরের শ্রীগৌর গনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১৮৮ শ্লোকের বর্ণন—

"কলাবতী রসোল্লাসে গুনতুঙ্গা ব্রজেস্থিতা।
শ্রীবিশাখা কৃত গীতং গায়ন্তি স্মাদ্যতামতাঃ॥
গোবিন্দ—মাধবানন্দ—বাসুদেব যথাক্রমং॥

ব্রজলীলার গুনতুঙ্গা সখিই গৌরাঙ্গলীলায় বাসুদেব ঘোষ নাম ধারন করিয়াছেন। শ্রীবাসুদেব ঘোষের শ্রীপাট বিষয়ে শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থের বর্ণন—

"বাসুদেব ঘোষের তাহা গৌরাঙ্গপুর হয়।
যাদব সিংহের নবরত্ন দেখিতে বিস্ময়॥

এই গৌরাঙ্গপুর হুগলী জেলায় অবস্থিত। তারকেশ্বর হইতে ২০-এ, বাসে এখানে যাওয়া যায়। কিন্তু শ্যামানন্দ প্রকাশ গ্রন্থের অষ্টম দশায় মেদিনীপুর জেলায় তমলুকে তাঁহার সেবা প্রকাশের কাহিনী রহিয়াছে।

শ্রীমন্মহপ্রভু টোটা গোপীনাথে অন্তর্দ্ধান করিলে গৌরবিরহে শ্রীবাসুদেব ঘোষ সস্ত্রীক চোখে পট্ট বাঁধিয়া প্রানত্যাগ সঙ্কল্প করিলেন।

"নিশ্চয় ত্যজিব প্রান সাক্ষাৎ অদর্শনে।
মাটি খোঁড়ে নিজ দেহ দিবে বিসর্জ্জনে॥
অদ্যাপিহ নরপোতা সর্ব্বলোকে খায়। অভয় বরদ দিয়া মহাপ্রভু রয়॥
তবে রাত্রি বালরূপ হইয়া আইলা।
পট্ট খুলি দেখ মোরে বলি আজ্ঞা কৈলা॥
ঘোষ কহে কহো তুমি তোমা নাম কোন।
তবে কহে প্রভু মোর শ্রীনিমাই নাম॥
শুনি ঘোষ বলে যদি নিমাই হইবে। নিশ্চয় মানিব আপে পট খুলি যাবে॥
তবে প্রভু ইচ্ছাতে পট খুলি গেলা।
শুইয়া আছেন নিমাই ক্রোড়েতে দেখিলা॥
বলে কোথা ছিলে আমায় ছাড়িয়া। দরিদ্র ধনপায় যেন দিয়ে ফেলাইয়া॥
এত বলি কোলে ধরি হৃদে লাগাইলা। প্রভু কহে বর মাগ বলিয়া বলিলা॥
ঘোষ বলে মোরে যদি করিবে সুদয়া।
সদা এইখানে তুমি রবে মোরে লঞা॥
এত বলি মহাপ্রভু অঙ্গীকার কৈলা। সেই দিনাবধি প্রভু সেখানে রহিলা॥

এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীবাসুদেব ঘোষের স্নেহবদ্ধ হয়ে তমলুকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রভু শ্যামানন্দ প্রেম প্রচারে তথায় গেলেন সে সময় শ্রীগৌরাঙ্গদেব এক সন্ন্যাসীর অত্যাচারে মির্জ্জাপুরে এক ব্রাহ্মণ গৃহে অবস্থান করিতেছেন। প্রভু শ্যামানন্দ তমলুকের রাজাকে কৃপা সঞ্চার করিয়া সন্ন্যাসীকে ঐ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করতঃ মির্জ্জাপুর হইতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে তমলুকে আনয়ন করেন। প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ শ্রীগুরুদেবের আদেশে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ধান করিতে করিতে মির্জ্জাপুরে গিয়া শ্রীবিগ্রহের সন্ধান পাইলেন।

"কন্যাবলে এই কুড়িয়াতে আছে যথা।
হেঁসের ভিতরে সুস্থে আছেন শুইয়া॥
শ্যাম রসিক মুরারী কুড়িয়াতে গেলা।
প্রেমানন্দ চিত্ত হঞা হেঁস খুলাইলা॥
নবচৈতন্য দেখিয়া আনন্দ হইল। বিনীত করিয়া বহু প্রনতি করিল॥

এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ধান পাইয়া তমলুকের নরপোতায় স্থাপন করতঃ খেতুরী উৎসবের ন্যায় মহামহোৎসব করেন।

"খেতুরীতে মহোৎসব ঠাকুর মহাশয়।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তথায় করিল আলয়॥
নরোত্তম আজ্ঞাতে শ্রীরসিক মুরারী।
তৈছে আয়োজিল তেঁহ সাক্ষাত অবতরি॥
তাম্রলিপ্ত নরপোতায় তৈছে মহোৎসব।
শ্যামানন্দ সাক্ষাৎ তেন বড়ই অপূর্ব্ব॥

এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গদেব তমলুকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। অদ্যাপি তমলুক সহরের মধ্যেই শ্রীপাট বিরাজিত। দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলপথে হাওড়া-খড়গপুর রেলপথে মেছেদা ষ্টেশনে নামিয়া বাসে তমলুকে যাওয়া যায়। শ্রীরাম গোপাল দাসের শ্রীপাট নির্ণয়ে তমলুকে শ্রীবাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা মাধব ঘোষের শ্রীপাট বলিয়াছেন।

"তমলুকে মাধব ঘোষের দেবালয়। হরি বিষ্ণু জগন্নাথ গৌরাঙ্গ আশ্রয়॥
।বাসুদেব ঘোষ তমলুকের গৌরাঙ্গ সেবা ভ্রাতা মাধব ঘোষের হস্তে অর্পন

করিয়া পরে হুগলী জেলার গৌরাঙ্গপুরে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিল কিনা তাহার কোন প্রমান পাওয়া যায় না। কিংবা ইতিপূর্ব্বে গৌরাঙ্গপুরে বাস করিয়াছিলেন কিনা কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বাসুদেব ঘোষের পদাবলী রচনার মাধ্যমে তাহার ঐকান্তিক গৌর প্রীতির প্রকাশ পাওয়া যায়।

বাসুদেব দত্ত—শ্রীবাসুদেব দত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ মুকুন্দ দত্তের ভ্রাতা ইহাদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে প্রেম বিলাস গ্রন্থের ২২ বিলাসের বর্ণন—

"চট্টগ্রাম দেশ চক্রশাল গ্রাম হয়। সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ তাহে বসতি করয়॥
সেই বংশে জনমিলা দুই ভাগবত। শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত॥
দুই ভাই কৃষ্ণ ভক্ত জানে সর্বজন। বাসুদেব জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ কনিষ্ঠ হন॥
দুঁহে আসি নবদ্বীপে করিলেন বাস। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দুই প্রিয় দাস॥
শ্রীমুকুন্দ দত্ত প্রভুর সমাধ্যায়ী হয়। প্রভুর সঙ্গেতে বিচার হয় সর্ব্বদায়॥
মুকুন্দ দত্তের স্বরূপ মধুকণ্ঠ হয়। বাসুদেব দত্তে মধুব্রত বোলি কয়॥"

বাসুদেব দত্তের পূর্বাবতার বিষয়ে কবি কর্ণপুর বিরচিত শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১৪০ শ্লোকে বর্ণন—

ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ মধুব্রতৌ
মুকুন্দ বাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গ গায়কৌ॥

ব্রজলীলায় কৃষ্ণের শৃঙ্গা, বেণু, মুরলী, যষ্ঠী আদি যে সকল চেট সেবকগণ বহন করিতেন তার মধ্যে মধুকণ্ঠ মধুব্রত গৌরলীলায় মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্ত নামে জন্ম গ্রহন করিয়াছেন। উভয়ের গৌরাঙ্গের গায়ক।

বাসুদেব দত্ত অদ্বৈত প্রভুর সমীপে দীক্ষা গ্রহন করেন। এতদ্বিবিষয়ে অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থের ১৩ অধ্যায়ের বর্ণন—

"নন্দিনী প্রভৃতি শ্রীমান বাসুদেব দত্ত। প্রভু স্থানে মন্ত্র লয়া হইলা কৃতার্থ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশ্যে ১৫১৫ খৃঃ গৌড়দেশে আগমন করেন সেই সময় কুমার হট্টের শ্রীবাস ভবন হইতে শিবানন্দ সেনের ভবন হইয়া বাসুদেব দত্তের ভবনে গমন করেন।

তথাহি—চৈঃ চন্দ্রোঃ নাটকে—৯ম অঙ্কে

অনন্তরং মুহূর্ত্তং স্থিত্বা বাসুদেব বাটী মাগত্য ক্ষনমাবস্থায় পুনস্তরনিমাক্রুহ্য

চলিত বর্ত্তি ॥”

তারপর কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পথে কুমারহট্ট শ্রীবাস ভবনে, শ্রীগৌরসুন্দর আসিলে বাসুদেব দত্ত শ্রীশিবানন্দ সেনাদিসহ মিলিত হন। বাসুদেব দত্ত কাঞ্চন পল্লী হইতে নবদ্বীপের সমীপস্থ মামগাছি গ্রামে সেবা স্থাপন করেন। অদ্যাপি মামগাছি গ্রামে তাহার মদনগোপাল সেবা বিরাজিত। এখানে পঞ্চম বর্ষীয় বৃন্দাবন সহ মাতা নারায়ণী দেবী গিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—

পঞ্চম বৎসরের শিশু বৃন্দাবন দাস। মাতা সহ মামগাছি করিল নিবাস ॥
বাসুদেব দত্ত প্রভুর কৃপার ভাজন। মাতাসহ বৃন্দাবনের করে ভরনপোষন ॥

বাসুদেব দত্তের ঠাকুর বাড়ীতে বাস কৈল।
নানা শাস্ত্র বৃন্দাবন পড়িতে লাগিল ॥
নারায়ণী দেবীরে সেবা করিয়া অর্পন।
নীলাচলে প্রভু পাশে করিলা গমন ॥

নীলাচলে প্রভু সমীপে অবস্থান সম্পর্কে বৈষ্ণব বন্দনার বর্ণন—

“বাসুদেব দত্ত বন্দো বড় শুদ্ধভাবে।
উৎকলে যাহারে প্রভু রাখিলা সমীপে ॥”

বাসুদেব দত্ত ভনিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

বংশীবদন—শ্রীবংশীবদন নবদ্বীপবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। বংশীবদনের পিতা শ্রীছকড়ি চট্টোপাধ্যায় পাটুলী গ্রাম হইতে নবদ্বীপস্থ কুলিয়া পাহাড়-পুরে আসিয়া অবস্থান করেন। এখানে ১৪১৬ শকাব্দে বংশীবদনের জন্ম হয়। তথাহি—শ্রীবংশী শিক্ষা—২য় উল্লাস

“ভাগীরথী তটে রম্যে গৌড়ে পূণ্যে নবদ্বীপে।
কুলীয়ায়া শুভে শকে রসেন্দু বেদ চন্দ্র মে।
শ্রীবংশীবদনো যস্যাং প্রকটোহ ভূদ্বিজালয়ে।
সর্ব্বসদ্গুন পূর্ণাতাং বন্দেহহং মধু পূর্ণিমাং ॥”

বংশীবদনের বংশ পরিচয় সম্পর্কে বংশীবদনের শিষ্য জগদানন্দ পণ্ডিতের বিরচিত শ্রীবংশী লীলামৃত গ্রন্থের বর্ণনের ক্রম যথা—

শ্রীনারায়ণ—ব্রহ্মা—মরীচি-কশ্যপ—স্বরারি—গৌতম-বাতরাগ-কলাধর-রত্নকর-

হামো--দক্ষ--সুলোচন--নাইদেব--বরাহ--শ্রীকর-বহুরূপ গোবিন্দ--চক্রপানি-গুনাকর-অর্কচাঁদ-শ্রীকৃষ্ণ-লোকনাথ-শ্রীমান-গোপাল--তপন-গদাধর-হরিদাস-ধনপতি বিদ্যাবাগীশ-যুধিষ্ঠির-মাধব দাস (ছকাড় চট্ট) শ্রীবংশীবদন-চৈতন্য ও নিত্যানন্দ। চৈতন্যের পুত্র রামাই ও শচীনন্দন। শচীনন্দনের পুত্র রাজবল্লভ শ্রীবল্লভ ও কেশব।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহনের পূর্ব্বে বংশীবদন প্রভুর সমীপে আসিয়া একরাত্রি অবস্থান করেন। কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গের পর প্রভু শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ ভার অর্পন করেন এবং বলিলেন যে, তোমার অন্তর্দ্ধানের পর তুমি পুনঃ প্রকট হইলে কোন এক স্থানে তোমার সহিত শ্রীরাম--কানাইরূপে বিহার করব।" বংশী আগমনের দুই দিন পরে প্রভুর সন্ন্যাস ঘটিলে বংশী প্রভুর ভবনে অবস্থান করিয়া প্রভুর আজ্ঞা পালন করেন। কতদিনে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর অন্তর্দ্ধান করিলে বংশী বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। প্রভু স্বপ্নাদেশ প্রদান করিলে বংশীপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মান করান ও তাঁহার সেবানন্দে বিভোর থাকেন। সেই বিগ্রহই নবদ্বীপে 'বিষ্ণুপ্রিয়ার গৌরাঙ্গ'। তারপর কতদিন বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়া গৌরাঙ্গের সুনির্ম্মল প্রেম প্রচার করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ সেবায় আবিষ্ট রহিলেন। সেই সময় তিনি কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা বিষয়ক বহু পদ রচনা করেন।

তথাহি--শ্রীবংশী শিক্ষা-- ৪র্থ উল্লাস--

"গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা গ্রন্থ পদাবলী।
তবে রচিলেন বংশী হইয়া ব্যাকুলী॥
বংশীবদনের পদ নিকুঞ্জ বিহার। বৈষ্ণব গণের হয় কণ্ঠ মনিহার॥

বৈষ্ণব সঙ্গীত জগতে বংশীবদনের অবদান অপরিসীম। তাহার রচিত বাংলা ভাষায় নিকুঞ্জ রহস্যস্তব ভক্তহৃদয়ের চির আনন্দের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর প্রভুর স্বপ্নাদেশে বংশীবদন দেহ ত্যাগ করিয়া নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র বধুর গর্ভে রামাই পণ্ডিত রূপে প্রকট হন এবং জাহ্নবাদেবী কর্ত্তৃক পালিত হইয়া বাঘ্নাপাড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। বংশীবদন সঙ্গীত শাস্ত্রে বংশীবদন, বংশী, বংশীদাস, শ্রীবদন, বদনানন্দ এই পঞ্চ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।

তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা—৪র্থ উল্লাস—

ভক্তভ্রম ঘুচাইতে শ্রীপ্রভুর নামে। কহিব শ্রীবংশীবিলাসাদি প্রমানে॥
শ্রীবংশীবদন বংশী আর বংশীদাস। শ্রীবদন বদনানন্দ পঞ্চম প্রকাশ॥
প্রভুর পঞ্চমনাম গায় কবিগন। মুখ্য নাম হয় কিন্তু শ্রীবংশীবদন॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে উক্তনামের ভনিতাযুক্ত পদ পাওয়া যায়।

বৃন্দাবন দাস—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা নলিনী পণ্ডিতের কন্যা নারায়ণী দেবীর পুত্র। তাঁহার পিতার নাম বৈকুণ্ঠ বিপ্র। হালিসহরের নাতিগ্রাম নামক স্থানে তাঁহার শ্রীপাট।

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—

"হালিসহর নতিগ্রামে নারায়ণী সুত। ঠাকুর বৃন্দাবন নাম ভুবন বিখ্যাত॥
নতিগ্রামে জন্মস্থান,স্থিতি দেন্দুড়াতে। শ্রীচৈতন্য ভ গবত কৈল প্রচারিতে॥"

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মাতৃগর্ভে অবস্থান কালীন পিতা বৈকুণ্ঠে বিপ্র অন্তর্দ্ধান করিলে মাতা নারায়নী দেবী অসহায় হইয়া পড়েন। সে সময় মাতামহ শ্রীবাস পণ্ডিত নারায়ণী দেবীকে আপনার কুমার ভট্ট ভবনে আনিয়া সযতনে রক্ষনাবেক্ষণ করেন। কুমার হট্ট শ্রীবাস ভবনেই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ভুমিষ্ট হন। তথায় পাঁচ বৎসর অবস্থানের পর মাতার সঙ্গে মামগাছি গ্রামে গমন করেন। তথায় শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ বাসুদেব দত্তের প্রতিষ্ঠিত সেবায় অবস্থান করিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। কতককাল মামগাছি গ্রামে অবস্থানের পর প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে দেন্দুড়ায় গমন করেন। প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে তথায় শ্রীপাট স্থাপন করেন এবং তথায় বসিয়া ১৪৯৫ শকাব্দে শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—২৪ বিলাস।

"চৌদ্দশত পঁচানব্বই শকাব্দের যখন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচে দাস বৃন্দাবন॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত বাংলা ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত বর্ণন বিষয়ে সর্ব্বাদি গ্রন্থ। ইহার লীলাসূত্র অবলম্বনে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদি গ্রন্থ লিখিত হয়। তাঁহার কবিত্বের মহিমা স্বয়ং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে —
"মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রী.চৈতন্য॥"
'চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।' শ্রীচৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্য মঙ্গল ছিল। শ্রীলোচন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিলে বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবন দাস কৃত চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত নাম করণ করেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—

"চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা 'ভাগবত' আখ্যা দিল॥"

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবত, নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার, চৈতন্য চন্দ্রোদয়, ভজন নির্ণয়, বৈষ্ণব বন্দনা, গৌর গণোদ্দেশ, সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচৈতন্য লীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন বৈষ্ণব পদাবলীতে তাঁহার অবদান কম নহে। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বহু পদ দৃষ্ট হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার বহু পদ গৃহীত হইয়াছে।

বলরাম দাস—শ্রীনিত্যানন্দ শাখাভুক্ত। নদীয়া জেলার দোগাছিয়া গ্রামে তাহার শ্রীপাট। পদকর্ত্তা হিসাবে বলরাম দাসের নাম সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা—
"সঙ্গীত রচকবন্দ বলরাম দাস। নিত্যানন্দ চন্দ্রে যাঁর অকথ্য বিশ্বাস॥
তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে— "দোগাছিয়া গ্রামেতে বলরাম দ্বিজবর॥
নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকট বিহারে বলরাম দাস তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে প্রভু নিত্যানন্দ যখন প্রেম প্রচারে গৌড়দেশে আগমন করেন, সে সময় অন্যান্যদের মধ্যে বলরাম দাস ও সঙ্গী ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন মতে বলরাম ভরদ্বাজ গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সত্য ভানু উপাধ্যায়ের পুত্র। আদি নিবাস শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড গ্রামে। নিত্যানন্দ পদাশ্রয়ের পর দোগাছিয়া গ্রামে অবস্থান করেন। প্রভু নিত্যানন্দ কীর্ত্তন বিহারে দোগাছিয়ায় আসিয়া তাহার শ্রীগোপাল সেবা দর্শন করতঃ প্রীত হন এবং আপনার পাগড়ি তাঁহাকে

উপহার দেন। উক্ত পাগড়ি অদ্যাপি শ্রীপাটে বিরাজিত। অগ্রহায়ন মাসের কৃষ্ণাচতুর্থীতে বলরাম দাসের তিরোধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তখনকার 'মূলামহোৎসব' অতি প্রসিদ্ধ। পদকল্পতরু ও অষ্ট রস ব্যাখ্যা প্রভৃতি সঙ্গীত সঙ্কলন গ্রন্থে তাহার বহু পদ দৃষ্ট হয়।

বৈষ্ণব সাহিত্যে কয়েকজন বলরাম দাসের নাম পাওয়া যায়।

রামচন্দ্র কবিরাজ শাখার বলরাম বিষয়ে কর্ণানন্দের (২) বর্ণন—

কবিরাজের শিষ্য বলরাম কবিপতি। প্রেমময় চেষ্টা যার অলোকীক রীতি॥

প্রভু শ্যামানন্দ শিষ্য বলরাম বিষয়ে প্রেমবিলাসের বর্ণন—

"আর শাখা বলরাম কবিপতি হয়। পরম পণ্ডিত তিঁহো বুধুরী আলয়॥"

এই বলরাম ত্রয়ের মধ্যে পদাবলী লেখক কেহ আছে কিনা বলা কঠিন।

বলদেব দাস—পদকর্ত্তা বলদেব দাস গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রী.গাবিন্দ ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষন বলিয়া মনে হয়। তি'ন শ্যাম নন্দ শাখাভুক্ত। প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দ তাঁর শিষ্য নয়ন নন্দের শিষ্য রাধাদামোদর রাধাদামোদরের শিষ্য বলদেব বিদ্যাভূষন। তিনি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিদ্যাছাত্র ছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শেষ বয়সে শ্রীবৃন্দাবনে যখন খবর আসিল যে জয়পুরের মন্দির সমূহ হইতে বাঙ্গালী সেবায়েতগণ অসম্প্রদায়ী বলিয়া সেবাচ্যুত হইয়াছেন। তখন বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর আদেশে বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম সহ জয়পুরে গমন করেন। তথায় বিচারে বিপক্ষগণকে পরাজিত করিয়া গলদা নামক পার্ব্বত প্রদেশে গৌড়ীয়দের আসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতঃ 'শ্রীবিজয় গোপাল' শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। অদ্যাপি এই সেবা তথায় বিরাজিত। সেই সময় শ্রীগোবি.ন্দর কৃপাদেশে 'শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য' রচনা করেন। ষট সন্দর্ভের টীকা, লঘু ভাগবতামৃতের টীকা, সিদ্ধান্তরত্ন, বেদান্ত স্যমন্তক, প্রমেয়রত্নাবলী, সিদ্ধান্ত দর্পন, শ্যামানন্দ শতকের টীকা, নাটক চন্দ্রিকার টীকা, সাহিত্য কৌমুদী, ছন্দঃ কৌস্তুভ, কাব্য কৌস্তুভ, শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধের টীকা, শ্রীগোপাল তাপিনী ও শ্রীভাগবত গীতার ভাষ্য, স্তবমালার টীকা, ঐশ্চর্য্য কাদম্বিনী প্রভৃতি গ্রন্থাবলী রচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভূত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিয়াছেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে বলদেব দাস ভনিতায় পদ পাওয়া যায়।

বল্লবী দাস—বল্লবী দাসের নাম বল্লবীকান্ত কবিরাজ। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্য শিষ্য অষ্ট কবিরাজের একজন। বন বিষ্ণুপুরে তাঁহার শ্রীপাট। তাঁহার কবিপতি আখ্যাছিল।

তথাহি—কর্ণানন্দ ১ম নির্য্যাস :—

"তথাতে করিলা দয়া বল্লবী কবিপতি। পদাশ্রয় পাই যিঁহো হইলা সুকৃতি ॥
হরিনাম জপে সদা করিয়া নিয়ম। লক্ষ হরিনাম বিনে না করে ভোজন ॥
প্রভুর নিকটে রহে প্রভুপ্রান তাঁর। প্রভুরে সঁপিল যিঁহো গৃহ পরিবার ॥
তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর দুই মহাশয়। জ্যেষ্ঠ রামদাস প্রতি হইল সদয় ॥
মধ্যম গোপাল দাস প্রতিদয়া কৈলা। তিন সহোদরে প্রভুর বড় দয়া হইলা ॥

তথাহি—৭ম নির্য্যাস।

শ্রীবল্লবী কবিরাজের দুই সহোদর। প্রভুপদে নিষ্ঠা যাঁর বড়ই তৎপর ॥
জ্যেষ্ঠ রামদাস কবিরাজ ঠাকুর। হরি নামেরত সদা কৃষ্ণ প্রেমপুর ॥
তাঁহার অনুজ কবিরাজ গোপাল দাস। বৈষ্ণব সেবাতে যাঁর বড়ই বিশ্বাস ॥

রামদাস, বল্লবীদাস ও গোপালদাস তিনভাই। বল্লবীদাস খেতুরী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তথাহি—শ্রীনরোত্তম বিলাস—৬ বিলাস।

"আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়। হইল নিযুক্ত শ্রীবল্লবীকান্ত তায় ॥"

বল্লবী দাস কৃত পদ পাওয়া যায়।

বল্লভ দাস—পদকর্ত্তা হিসাবে বহু বল্লভ দাসের নাম পাওয়া যায়। কোন পদটি কাহার বলা সুকঠিন।

১। বল্লভ দাস বাঘ্নাপাড়াবাসী রামাই পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য। নবদ্বীপবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ পদকর্ত্তা শ্রীবংশীবদনের দুই পুত্র, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ। চৈতন্যদাসের দুই পুত্র রামাই পণ্ডিত ও শচীনন্দন। শচীনন্দনের তিন পুত্র রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ, ও কেশব। ইহারা সকলেই লেখক।

তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা—

"রাজবল্লভ কৈল বংশীবিলাস। বংশীর মহিমা যাতে বিস্তার প্রকাশ ॥
শ্রীবল্লভ শ্রীবল্লভ লীলা বিরচিল। শ্রীকেশব শ্রীকেশব সঙ্গীত রচিল ॥"

কবিবল্লভ—কবি বল্লভ বংলা ভাষায় শ্রীরস কদম্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য পদকর্ত্তা উদ্ধব দাসের শিষ্য।

তথাহি—শ্রীরসকদম্বে—

"শ্রীযুত উদ্ধব দাস জ্ঞান চক্ষুদাতা। সে পদ কমলে মন রহুক সর্ব্বথা॥

তাঁহার পিতার নাম রাজবল্লভ, মাতা বৈষ্ণবী দেবী। মহাস্থানের সমীপে করতোয়া নদীর তীরে আরোড়া গ্রামে আবির্ভূত হন।

তথাহি—শ্রীরসকদম্বে—

পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা॥

করতোয়া তীর মহাস্থানের সমীপে। আরোড়া গ্রামেতে জন্ম বসতি স্বরূপে॥

খণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য দ্বিজকুলোদ্ভব মুকুট রায়ের অনুরোধ ও উদ্যোগে রসকদম্ব রচনা করেন। ১৫২০ শকাব্দের ২০ শে ফাল্গুন দোল যাত্রা দিবসে বৃহস্পতি বারে রসকদম্ব গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থ সহস্রপদী ছয় অযুত দুই শত অক্ষর সম্বলিত। তথাহি—তত্রৈব—

"ফাল্গুণী ফাল্গুন ফাগু পৌর্ণমাসী দিনে।

বিংশতি অধিক গুরুবার শুভক্ষণে॥

বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত শক। তখনে রচিল রস কদম্ব পুস্তক॥

রচিল সহস্র পদী পুস্তক সুন্দর। দুই শতাধিক ছয় অযুত পদ অক্ষর॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ শুন হঞা একমতি। শ্রীকবিবল্লভে পুনঃ বোলে এই স্তুতি॥

৩। **বল্লভ দাস**—গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। তথাহি—শাখা নির্ণয়ে—

"কৃষ্ণ প্রেমময়ং স্বচ্ছং পরমানন্দ দায়িনম্।

বন্দে বল্লভ চৈতন্য লীলা গান যুতান্তরম্॥"

শ্রীনিবাস আচার্য্য কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরানীর শিষ্য।

তথাহি- কর্ণানন্দ—২য় নির্যাস

শ্রীবল্লভ দাস আর সেবক তাঁহার। গোসাঞি নিবাসী তিঁহো অনুরাগ সার॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে বল্লভ দাস রচিত শ্রীনিবাস — নরোত্তম, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ দাসের বন্দনা মূলক কয়েকটি পদ দৃষ্ট হয়। পদের বর্ণন ভঙ্গীতে পদকর্ত্তা শ্রীনিবাস আচার্য্য শাখাভুক্ত বলিয়া মনে হয়।

তথাহি—শ্রীপদকল্পতরু—

গোরাগুনে আছিলা ঠাকুর শ্রীনিবাস। নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ দাস॥

একুইকালে কোথাগেলে দেখিতে না পাই।
থাকুক দেখিবার কাজ শুনিতে না পাই ॥
যে করিলা জগজ ন করুনা প্রচুর। হেন প্রভু কোথাগেলা আচার্য্য ঠাকুর ॥
রাধাকৃষ্ণ লীলাগুন যে কৈলা প্রচার। কোথাগেলা শ্রীআচার্য্য আমার ॥
হৃদয় মাঝারে মোর রহি গেল শেল। জীতে আর প্রভু সঙ্গে দরশনা ভেল ॥
এছারা জীবনে মোর নাহি আর ঠাকুর আশ
সঙ্গে করি লেহ প্রভু এবল্লভ দাস ॥

শ্রীনিবাস—নরোত্তম রামচন্দ্র ও গোবিন্দ দাসের অপ্রকটে বিরহ বিহ্বল ভাবে বল্লভ দাস এই পদ রচনা করেন।

বলাই দাস—পদকর্ত্তা বলাই দাসের কোন পরিচিত জানা যায় না। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাহার পদ দৃষ্ট হয়।

বসন্ত রায়—পদকর্ত্তা বসন্ত রায় ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য। ঠাকুর নরোত্তমের চরিত্র আখ্যান সঙ্গীতাকারে প্রকাশ করেন। তাঁহার গৌড় ব্রজ উৎকলেতে গমনাগমন কাহিনী সঙ্গীতাকারে রচনা করেন।

তথাহি—শ্রীনরোত্তম বিলাস—১২ বিলাস।—

"জয়জয় মহাকবি শ্রীবসন্ত রায়। সদামগ্ন রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য লীলায় ॥"

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—১ তরঙ্গ—

"শ্রীনরোত্তমের শিষ্য নাম শ্রীবসন্ত। বিপ্রকুলোদ্ভব মহাকবি বিদ্যাবন্ত ॥
শ্রীনরোত্তমের গৌড় ব্রজ উৎকলেতে। গমনাগমন কিছু বর্নিলেন গীতে ॥

বসন্ত রায়ের বৃন্দাবন গমন কালে রামচন্দ্র কবিরাজ জীব গোস্বামী সমীপে একখানি পত্র লিখিয়া তাহার হস্তে প্রেরণ করেন।

তথাহি—শ্রীকর্ণানন্দ—৫

"রায় বসন্ত নামে এক মহাভাগবত।
বৃন্দাবনে যাবার লাগি চিন্তে অবিরত ॥
আমরা কহিলে তারে যত বিবরণ। তার দ্বারে পত্রী মোরা দিনু তিনজন ॥"

বসন্ত রায় বৃন্দাবন হইতে প্রত্যবর্ত্তন কালে ভাদ্র সুদি তারিখে লিখিত পত্র শ্রীজীব গোস্বামী তাহার হস্তে দিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য সমীপে প্রেরন করেন।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকর—১৪ তরঙ্গে—

"হেনই সময় বিজ্ঞ শ্রীবসন্ত রায়।
পত্র লইয়া আইলা তিঁহো আচার্য্য আলয়॥
ব্রজের সংবাদ জানাইয়া অল্পাক্ষরে।
শ্রীজীব গোস্বামীর পত্র দিলা আচার্য্যেরে॥

উক্তপত্রে ভূগর্ভ গোস্বামীর অন্তর্দ্ধান এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃন্দাবন দাসের কুশল জিজ্ঞাসাদি বর্নিত ছিল। কেহ কেহ এই বসন্ত রায়কে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বলিয়া মনে করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁহার বহু পদ দৃষ্ট হয়।

বিজয়ানন্দ—বিজয় দাস নবদ্বীপ বাসী। আখরিয়া বিজয় নামে খ্যাত তাঁহার হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল। তিনি মহাপ্রভুকে বহুগ্রন্থ লিখিয়া দিয়েছেন এজন্য প্রভু তাহার নাম 'রত্নবাহু' রাখিয়া ছিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি ১০ম পরি:

শ্রীবিজয় দাস নাম প্রভুর আখরিয়া।
প্রভুয়ে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া॥
রত্নবাহু বলি প্রভু নাম থুইলা তাঁর।

বিজয় দাস সম্ভবতঃ অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। চৈতন্য চরিতামৃতের অদ্বৈত শাখা বর্ণনে বিজয় দাস ও পণ্ডিত নাম দৃষ্ট হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নদীয়া লীলা কালে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভবনে বিজয় দাসকে ঐশ্চর্য দেখাইয়া বহুকৃপা প্রদর্শন করেন।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে ১২ তরঙ্গে তরঙ্গে—

"প্রভুর লেখক শ্রীবিজয় সেইখানে
প্রভু হস্ত স্পর্শে কি দেখিল কেবা জানে।
কারে কিছুনা কহিলা প্রভুর আজ্ঞায়। বাহ্যহীন ভ্রমে সপ্তদিন নদীয়ায়॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে বিজয়ানন্দ নামে পদ দৃষ্ট হয়।

বিশ্বম্ভর দাস—পদকর্ত্তা বিশ্বম্ভর দাস শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ শ্রীধনঞ্জয় গোপালের বংশধর। ধনঞ্জয় পণ্ডিতের পুত্র যদু চৈতন্য ঠাকুর তৎপুত্র

কানুরাম একজন পদকর্ত্তা। তিনি বীরভূম জেলার মুলুকে শ্রীপাট স্থাপন করিয়া শ্রীরাধাবল্লভ ও মহাপ্রভুর সেবা স্থাপন করেন। কানুরামের পুত্র গৌরসুন্দর তৎপুত্র বিশ্বম্ভর ঠাকুর। পদকল্পতরু গ্রন্থে বিশ্বম্ভর দাসের পদ দৃষ্ট হয়। কাঁদরা নিবাসী মঙ্গল ঠাকুর বংশীয় শশীশেখর ঠাকুর বিশ্বম্ভরের কীর্ত্তনের শিক্ষা গুরু।

শ্রীশশীশেখর জয় জয়। চন্দ্রশেখর অনুজ জয় পরম করুনাময়॥
রসময় সঙ্গীত, মনোহর সুবচন, অনুপাম ভাব নিদান।
সুকবি গায়ক, কোকিল সুস্বরঃ মধুর বিনোদ তালমান॥
কতেক যতনে মঝু, শিক্ষা সমাপিলা, হাম অবোধ বোধহীন।
কহ বিশ্বম্ভর, প্রনতি পুরঃসর, চরনে শরনাগত দীন॥

বৈষ্ণব দাস—বৈষ্ণব দাসের আদি নাম গোকুলানন্দ সেন। কাটোয়া সাবডিবিশনের ঝামটপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরে টেঞাবৈদ্যপুরে বৈদ্যকুলে আবির্ভূত হন। তাঁহার পুত্রের নাম রামগোবিন্দ সেন। রামগোবিন্দের তুই কন্যা। বৈষ্ণব দাস শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য। ইনি সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন। তিনি যে সুরে গান করিতেন তাহা "টেঞার ছপ্ বা টপ্" নামে বিখ্যাত। তিনি শ্রীপদকল্পতরু নামক বৃহৎ সঙ্গীত শাস্ত্রের সঙ্কলন করেন। তাহাতে ৩১০১টি পদ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। তিনি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের রচিত পদাবলী হইতে লীলানুক্রমে ভাবোপযোগী পদের সমাবেশ করিয়া উক্ত গ্রন্থ সম্পাদন করেন। তাঁহার পদ সঙ্কলন সম্বন্ধে স্বগ্রন্থের বর্ণন যথা—

তথাহি—শ্রীপদকল্পতরু—

"আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন। কে কহিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন॥
গ্রন্থ কৈল পদামৃত সমুদ্র আখ্যান। জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া। তাঁহার যতেক পদ তাহা সব লৈয়া॥
সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা হৈল। প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥
এই গীতকল্পতরু নাম কৈল সার। পূর্ব্বরাগাদি ক্রমে চারি শাখা যার॥"

সঙ্গীত জগতে বৈষ্ণব দাসের অবদান কম নহে। স্বপ্রকাশিত গ্রন্থে ও বিভিন্ন স্থানে তাঁহার রচিত বহু পদ দেখা যায়।

বীরচন্দ্র—বীরচন্দ্র প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে দ্বার পরিগ্রহ করিবার জন্য নির্দ্দেশ প্রদান কালে বলিলেন আমি অপ্রকট হইয়া তোমার ঘরে আবির্ভূত হইব। প্রভু নিত্যানন্দ গৌড়দেশে আসিয়া শালীগ্রামবাসী সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে বিবাহ করেন। বসুধার গর্ভে প্রভু বীরচন্দ্রের আবির্ভাব। বীরচন্দ্রের দুই পত্নী নারায়ণী ও শ্রীমতী (বিষ্ণুপ্রিয়া) তিন পুত্র গোপীজন বল্লভ, রাধাকৃষ্ণ, রামচন্দ্র। কন্যা ভুবন মোহিনী।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্তর্দ্ধানের পর বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের সংরক্ষণ ও প্রবর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য রূপে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীবীরচন্দ্রের প্রকাশ। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহকালে সর্ব বঙ্গদেশ পরিভ্রমন করিয়া অপূর্ব্ব বৈভব প্রকাশ করত, প্রভূত লীলা করেন। খড়দহের শ্যামসুন্দর মাহেশের শ্রীরাধাবল্লভ ও সাঁইবনার নন্দদুলাল প্রতিষ্ঠা তাঁহার অলৌকীক লীলা বৈচিত্রের উজ্জ্বলময় প্রতীক নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার, বীরচন্দ্র চরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থের তাঁহার জীবন আলেখ্য সুচারু রূপে বর্ণিত রহিয়াছে।

পদাবলী সাহিত্যে তাহার রচিত পদ দেখা যায়।

তেজি কালবরন, করিব ধারন, তোমার অঙ্গের কান্তি।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

বীরচন্দ্র কহে, তবে সে খালাস, পাইবে প্রেমের ঋণী॥

২। নিত্যানন্দ বংশ মাড়ো গ্রামবাসী। ইনি গোপাল চম্পূ ও পদ্যাবলী গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন (১৮০০ শকাব্দে)।

৩। সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্মানুবাদক। এই গ্রন্থ ১৩৬৫ সালে ১ম ভাগ (১-৯ স্কন্ধ) এবং ১২৬৮ সালে ২য় ভাগ (১০-১২ স্কন্ধ) মুদ্রিত হইয়াছে। (বৈষ্ণব জীবন)

বীরবল্লভ—শ্রীবীরবল্লভ দাসের পরিচয় অজ্ঞাত। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার রচিত পদ দেখা যায়।

বিপ্রদাস ঘোষ—বিপ্রদাসের পরিচয় অজ্ঞাত। পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার রচিত পদ দেখা যায়।

বীরহাম্বীর—বীরহাম্বীর বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরে রাজা ও শ্রীনিবাস

আচার্য্যের শিষ্য। তিনি প্রথম জীবনে দস্যু ভাবাপন্ন ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের কৃপায় পরম বৈষ্ণব হন। শ্রীজীব গোস্বামী তাহার নাম চৈতন্য দাস রাখেন। তাঁহার পত্নীর নাম—সুলক্ষনা, পুত্রের নাম—ধাড়ি হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্য্য গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে আসিলে বনবিষ্ণুপুরে বীরহাম্বীরের চরগণ অপহরন করেন। শেষে আচার্য্য রাজদরবারে সেই গ্রন্থ পাইয়া স্বপ্রভাবে রাজার দুর্বুদ্ধি বিনাশ করতঃ গৌরপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন এবং রাজার বিশেষ আনুকুল্যে ভক্তি গ্রন্থ প্রচার করেন। রাজা পরম বৈষ্ণব হইল শুনিয়া শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার নাম চৈতন্য দাস নাম অর্পন করেন।

তথাহি—ভক্তিরত্নাকরে—৯ম তরঙ্গে

"শ্রীজীব গোস্বামী হইলা প্রসন্ন তোমারে।

শ্রীচৈতন্য দাস নাম থুইল তোমার ॥

রাজা শ্রীনিবাস আচার্য্য সমীপে গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া দীক্ষাদি গ্রহন করেন। পরে রাজা শ্রীকালাচাঁদের সেবা প্রকাশ করেন। একদিন রাজা স্বভবনে নিশাভাগে শায়িত আছেন, সেই সময় স্বপ্নযোগে কালা-চাঁদ ভুবন মোহন রূপ দেখাইয়া তাঁহার সেবা স্থাপনের আদেশ করিলেন। সেই নিদ্রিত অবস্থায় রাজা ভাবাবেশে দুইটি পদ রচনা করিয়া কীর্ত্তন করেন। নিদ্রাভঙ্গে রানী পট্টদেবী সেই গীত কীর্ত্তন করিলেন। উক্ত পদ দুইটি শ্রীকালাচাঁদ ও শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষয়ক।

রাজা বীরহাম্বীর 'চৈতন্য দাস' নামে বহু পদ রচনা করেন।

তথাহি—তত্রৈব—

"শ্রীচৈতন্য দাস নামে যে গীত বর্ণিল।

বিস্তারের ভয়ে তাহা নাহি জানাইল ॥"

পদকল্পতরু গ্রন্থে 'চৈতন্য দাস' ভনিতায় কয়েকটি পদ দৃষ্ট হয়।

ব্রজানন্দ—শ্রীব্রজানন্দ ঠাকুর—মঙ্গলডিহির নয়নানন্দ ঠাকুরের পৌত্র—একজন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের শিষ্য পান্নুয়া গোপাল শিষ্য কাশীনাথের পাঁচ পুত্র।

অনন্ত, কিশোর, হরিচরন, লক্ষ্মন ও কানুরাম কানুরামের পুত্র গোপাল চরনের তুই পুত্র গোকুলানন্দ ও নয়নানন্দ ঠাকুর। নয়নানন্দ ঠাকুর রচিত প্রয়োভক্তি রসার্ণব গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদের শেষাংশের বর্ণন।

মোর ইষ্ট হন প্রভু গোপালচরন। তাঁর পাদপদ্ম শিরে করিয়ে ধারন॥
তাঁর আজ্ঞা বলে লেখি আমি মূর্খ হৈয়া। সেই প্রভু কৃপা কৈল সদয় হইয়া॥
তাঁর আরাধ্য হন শ্রীপ্রভু কানুরাম। তাঁহার ইষ্ট শ্রীহরি চরন আখ্যান॥
তিহোঁ পানু গোপালের প্রিয় হয়। পানুয়া গোপাল হন গোপালেরগণ॥

০ ০ ০ ০ ০

কি কহিব আমি সেই গোপাল মহিমা। সুন্দরের কৃপাপাত্র তাঁহার করুনা॥
শ্রীযুত সুন্দরানন্দ সুদাম আখ্যান। নিত্যানন্দ চৈতন্যের পার্ষদ প্রধান॥

০ ০ ০ ০ ০

এ দাস নয়নানন্দ গোপালের কিঙ্কর। শ্রীযুত গোকুলেন্দ্র জ্যেষ্ঠ সহোদর॥

ব্যাস—ব্যাস ভনিতা পদ দেখাযায়। ব্যাসাচার্য্য শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। বিষ্ণুপুররাজ বীরহাম্বীরের সভা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ইন্দুমুখি, পুত্রের নাম—শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে তাঁহার শ্রীপাট।

বঙ্গ বিহারী—বঙ্গ বিহারী বিদ্যালঙ্কার(বঙ্গেশ্বর)শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুবংশ মধুসুদনের আশ্রিত ১৬১৪ শকাব্দে ইনি স্তবাবলীর "কাশিক" নামে টীকা করেন (গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন)

ভ

দ্বিজভীম—দ্বিজভীমের পরিচয় অজ্ঞাত। কিরূপ হেরিনু মধুর মূরতি, পীরিতি রসের সার "এই পদটি কেবল 'দ্বিজভীম' ভনিত্যযুক্ত, অন্য কোন পদ পওয়া যয না। পদমেরু গ্রন্থে এই পদটি দ্বিজ অভিরামের নামে আরোপিত।

ভুবন দাস—পদকর্ত্ত। পদকল্পতরুর ৪/৯ শাখায় ইহার বারমাসী পদবলী প্রশংসনীয় ও আস্বাদ্য কাব্য।

ভুবন মোহন ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্যের অধস্তন বংশধর শ্রীরাধা মোহন

ঠাকুরের সহোদর। ইহার বংশধরগণ মুর্শিদাবাদ মানিক্য হারে বাস করিতেছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য গতি গোবিন্দ—পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ ও জগদানন্দ। জগদানন্দের দুই স্ত্রী। ১ পক্ষে—যাদবেন্দ্র, ২ পক্ষে রাধা মোহন, ভুবন মোহন, গৌর মোহন, শ্যামমোহন ও মদন মোহন।

মথুরা দাস—মথুরা দাস একজন পদকর্ত্তা। পদকল্পতরু গ্রন্থে মথুরা দাস ভনিতা যুক্তপদ দেখা যায়। শ্রীনিবাস আচার্য্য শাখায় ও ঠাকুর নরোত্তম শাখায় মথুরা দাসের নাম পাওয়া যায় প্রকৃত পদকর্ত্তাকে বলা সুকঠিন।

ম

মদন রায়—শ্রীমদন রায় শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্যামরায়ের পুত্র ও পদকর্ত্তা রামগোপাল দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীখণ্ড নিবাসী নরহরি ঠাকুরের শিষ্য চক্রপানি মজুমদার। তাঁর পুত্র নিত্যানন্দ চৌধুরী, তাঁর পুত্র গঙ্গারাম। গঙ্গারামের পুত্র শ্যামরায়। শ্যামরায়ের পুত্র মদন রায়। মদন রায়ের বাংলা ভাষায় কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

তথাহি—শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী—১২ কোরক—

"তাঁর পুত্রের নাম হএন মদন রায়। রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা সদাই হিয়ায়॥
গোবিন্দ লীলামৃত ভাষা আর কৈল পদাবলী।
নিরন্তর বাঞ্ছেন তেঁহো বৈষ্ণব পদধুলি॥

শ্রীমদন রায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের লিখিত শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন ও পদাবলী রচনা করেন।

মধুসূদন দাস—শ্রীমধুসূদন দাস শ্রীখণ্ড নিবাসী নরহরি ঠাকুর শিষ্য পদকর্ত্তা শ্রীরাম গোপাল দাসের প্রমাতামহ।

তথাহি—নরহরি শাখা নির্ণয়ে—

"মধুসূদন দাস বৈদ্য কীর্ত্তনের বায়ন। নীলাচল সম্প্রদায়ে আছয়ে লিখন॥

তথাহি—শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী—১২ কোরক

"মাতামহ গৌরাঙ্গদাস মহাবংশ হয়। প্রমাতামহ মধুসূদন বৈষ্ণব আশ্রয়॥

কীর্ত্তন সঙ্কীর্ত্তনে তেঁহো করেন বাজন। যাতে নৃত্য করে প্রভু শ্রীরঘুনন্দন ॥
খণ্ডের সম্প্রদা বলি নীলাচলে কহেন। চৈতন্য চরিতামৃতে আছয়ে বিবরন ॥
পদকল্পতরু গ্রন্থে মধুসূদন দাস ভনিতায় পদ দেখা যায়।

মনোহর দাস—মনোহর দাস শ্রীনিবাস আচার্য্য শাখাভুক্ত। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রামচরন চক্রবর্ত্তী। তাঁর শিষ্য শ্রীরামশরন চট্টরাজ। তাঁর শিষ্য মনোহর দাস। মনোহর দাস সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া কাটোয়ার সমীপে বাইগনকোলা নামক স্থানে শ্রীগুরু সমীপে অবস্থান করেন। মনোহর দাস তাঁহার শ্রীগুরু প্রদত্ত মাম মনোহয় দাস কিছুদিন শ্রীগুরু সমীপে অবস্থান করিয়া ব্রজধামে গমন করেন ও রাধাকুণ্ডে গিয়া বাস করেন। বৃন্দাবনে গিয়া সম্প্রদায়তত্ত্ব সংগ্রহে উদ্বিগ্ন হইলে শ্রীরুদ্র-নিম্ব সম্প্রদায়ের প্রনালী পাইলেন। পরে শ্রীজীব গোস্বামী কুঞ্জে শ্রীরাধাবল্লভ দাসের সমীপে শ্রীগোপাল গুরু কৃত একটি পুঁথি পাইয়া মাধ্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায় তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি ১৬১৮ (১৭৫৩ সম্বৎ) শকাব্দে অনুরাগবল্লী—গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি—শ্রী অনুরাগবল্লী—

"রামবানাশ্ব চন্দ্রাদিমিতে সম্বৎ সরে গতে।
বৃন্দাবনান্তরে পূর্ণ যাতাহনুরাগ বল্লিকা ॥
বসুচন্দ্র কলাযুক্তে শাকে চৈত্র সিতেহমলে।
বৃন্দাবনে দশম্যন্তে পূর্ণানুরাগ বল্লিকা ॥"

বাংলা ভাষায় অনুরাগবল্লী গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসের একখানি অমূল্য গ্রন্থ। শ্রীনিবাস আচার্য্যের চরিতাবলী উক্ত গ্রন্থের বিশেষ অলোচ্য বিষয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে মনোহর দাস ও মনোহর নামের ভনিতা যুক্ত পদদৃষ্ট হয়। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের চতুর্থ তরঙ্গে "শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুরস্যান্ শাখা শ্রীমনোহর রায় কৃত শ্রীমদন রাগবল্লাম্" এই গ্রন্থের নাম ও উদ্ধৃতি দেখা যায় মনোহর দাস ও মনোহর রায় এক বলিয়া মনে হয়। পদকল্পতরু গ্রন্থে মনোহর দাস ভনিতা যুক্ত পদ পাওয়া যায়।

মাধব ঘোষ—শ্রীমাধব ঘোষ শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ। শ্রীপাট অগ্রদ্বীপে তাঁহার জন্ম হয়। সর্বজন প্রসিদ্ধ গোবিন্দ ও বাসুদেব ঘোষ তাঁহার ভ্রাতা। তিন ভ্রাতাই সুগায়ক ও পদকর্ত্তা। মেদিনীপুর জেলার তমলুকে তিনি শ্রীপাট স্থাপন করেন। তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে।

'তমোলোকে মাধব ঘোষের দেবালয়। হরি বিষ্ণু জগন্নাথ গৌরাঙ্গ আশ্রয়॥'

গৌড়দেশে প্রেম প্রচারে তিন ভ্রাতাই প্রভু নিত্যানন্দের লীলা সঙ্গী ছিলেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় প্রভু নিত্যানন্দ যখন প্রেম প্রচারার্থে গৌড়দেশে আগমন করেন। তখন তিন ভ্রাতাই সঙ্গে আসিয়া ছিলেন। বৃন্দাবনের গায়ক বলিয়া তাঁহার নাম সর্বজন প্রসিদ্ধ ছিল।

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত ৫ম অধ্যায়—

"সুকৃতী মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তণীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর॥
যাহারে কহেন 'বৃন্দাবনের গায়ন'। নিত্যানন্দ স্বরূপের মহা-প্রিয়তম॥
মাধব-গোবিন্দ-বাসুবেদ তিন ভাই।"

তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা—

"বন্দিব মাধব প্রভুর প্রীতি স্থান। প্রভু যাঁরে করিলা অভাঙ্গ স্বরদান॥"

মাধব ঘোষ প্রভু নিত্যানন্দ সহ গৌড়দেশে আসিয়া দাস গদাধরের ভবনে দান খণ্ড কীর্ত্তন করিয়া সকলকে বিমোহিত করিয়াছিলেন। সেই কীর্ত্তনে প্রভু নিত্যানন্দ দাস গদাধর সেবিত শ্রীবালগোপাল মূর্ত্তি বক্ষে লইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্তে ৫ম অধ্যায়—

দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ। শুনি অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ॥
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন দিব্য ধ্বনি। শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূত মনি॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে মাধব ঘোষের নামে পদাবলী দৃষ্ট হয়।

মাধব আচার্য—শ্রীমাধব আচার্য্য সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গ্রন্থের লেখক। মাধবাচার্য্য বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্যালক।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—১৯ বিলাস—

"দুর্গাদাস মিশ্র-সর্বগুনের আকর। বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়া নগর॥
তাঁহার পত্নীর হয় শ্রীবিজয়া নাম। প্রসবিলা দুই পুত্র অতি গুনধাম॥

জ্যেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাস। ০ ০ ০ ০ ০

কালিদাস মিশ্র পত্নী বিধুমুখী নাম। প্রসবিলা পুত্র রত্ন সর্ব্বগুন ধ ম॥
একমাত্র পুত্রে রাখিয়া কালিদাস। পৃথ্বীছাড়ি স্বর্গলোকে করিলেন বাস॥
বিধুমুখী মাধবনামে পুত্র কোলে করি। অল্প বয়সের কালে হইলেন রাঁড়ি॥"

শ্রীহট্ট নিবাসী দুর্গাদাস পণ্ডিত সস্ত্রীক নদীয়ায় বাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র সনাতন ও কালিদাস। কালিদাসের পুত্র মাধবাচার্য্য। অল্পকালে পিতা পরলোক গমন করিলে মাতা বিধুমুখী মাধবকে পালন করেন। মাধব অদ্বৈতাচার্য্য সমীপে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিয়া অল্পে সর্ব্বশাস্ত্রে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করতঃ 'আচার্য্য' পদবী লাভ করেন। শ্রীবাস ভবনে গৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশ কালে প্রভু মুখঃ নিসৃ' হরিনাম উপদেশ শ্রবন করিয়া তাঁহার দিব্য ভাবোন্মাদ প্রকাশ পায়! তদবধি নামানুরাগে সংসার ছাড়িয়া কুলিয়ায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধকে সুমধুর গীতছলে বর্ণন করেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত বাক্য ও অন্যান্য পুরানের কিছু কিছু তথ্য লইয়া সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন।

তথাহি—প্রেমবিলাসে—২৪ বিলাস।

"শ্রীভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ। গীত বর্নিলা তিঁহো করি নানাছন্দ॥
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্যপদে সমর্পন কৈল॥
অন্য পুরাণ হৈতে ও কিছু কবি আনয়ন। কৃষ্ণমঙ্গলে তাহা কৈলা সংযোজন॥
গ্রন্থপড়ি মহাপ্রভু তাঁরে কৃপা কৈল।
শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দ্বারা দীক্ষা দেওয়াইলা॥
পরে কবিবল্লভ আচার্য্য বলি খ্যাতি তাঁর।
কলি ব্যাস' বলি তাঁরে ঘোষয়ে সংসার॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশে ১৫১৫খৃঃ গৌড়দেশে আসিয়া বিদ্যাবাচস্পতির ভবন হইতে তাহার ভবনে গমন করেন। তথায় দশদিন অবস্থান করিয়া বহু লীলা করেন পরে প্রভু ঝারি খণ্ড পথে বৃন্দাবন গমন করিয়া পুনঃ লীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি প্রেমে পাগলবত সংসার ত্যাগকরেন। মাতা বিবাহের উদ্যোগ করিলে মাধব সংসার ত্যাগ করতঃ

বৃন্দাবনে গমন করিয়া পরমানন্দ পুরীর সমীপে সন্ন্যাস গ্রহন করেন। এবং রূপ সনাতন গোস্বামী সমীপে ভজন শিক্ষা করেন। কতদিন পরে মাতার অদর্শন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শান্তিপুরে আগমন করেন। তথা হইতে খেতুরি উৎসবে যোগদান করতঃ পুনঃ বৃন্দাবনে গমন করেন। খেতুরী উৎসবে মাধবাচার্য্য বিরচিত শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল কীর্ত্তন হইয়াছিল।

তথাহি—প্রেম বিলাসের—১৯ বিলাস—

"প্রথমে শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গান হয়। তারপরে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গান করয়॥
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গান অতি চমৎকার। শুনিয়ে দ্রবয়ে চিত্ত আনন্দাশ্রুধার॥
শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ। রচিলা মাধব আচার্য্য করি নানাছন্দ॥

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের কৃত কৃষ্ণ প্রেম তরঙ্গিনী গ্রন্থের পরই শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গ্রন্থ লিখিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলের "অথ বন ভোজনে ও ব্রহ্ম মোহন" উপাখ্যানটি কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনীর ১০ম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে গৃহীত। আর শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলের "অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তুতি উপাখ্যানটি কৃষ্ণ প্রেম তরঙ্গিনীর ১০ম স্কন্ধের অধ্যায় হইতে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল, ও পদকল্পতরু গ্রন্থে মাধব, মাধব আচার্য্য ও দ্বিজ মাধব ভনিতা যুক্ত পদাবলী দৃষ্ট হয়।

২। **মাধব আচার্য্য** শ্রীমাধব আচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ও জামাতা। প্রভু নিত্যানন্দ নিজকন্যা গঙ্গাদেবীকে মাধব আচার্য্য করে সমর্পন করেন। কাটোয়ার নিকট নন্যাপুর গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব। পিতা বিশ্বেশ্বরাচার্য্য। মাতা মহালক্ষ্মী। মাধবের আবির্ভাবের কিছুদিন পরে মহালক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান করেন। বিশ্বেশ্বর বাল্যবন্ধু ভগীরথাচার্য্যের উপর মাধবের পালনের ভার অর্পন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহন করেন। তদবধি মাধব ভগীরথাচার্য্যের পুত্রের ন্যায় তাঁহার ভবনে অবস্থান করিয়া প্রতি পালিত হন। মাধব নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অগাধ পণ্ডিত্য গুনে আচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হন। কতদিনে মাধব প্রভু নিত্যানন্দের পদাশ্রয় করিয়া তাঁহার-মহিমা গানে প্রমত্ত রহিলেন। কতককাল খড়দহে অবস্থান করিয়া শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবা পরিচালনা করেন। তারপর জিরাট বলাগড়ে শ্রীপাট স্থাপন করেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—

"জিরাট বলাগড়ে মাধব করে অবস্থান।"

গতবাদ্যে তাঁহার অসাধারন ক্ষমতা ছিল। তাঁর সঙ্গীত শ্রবনে সকলে বিমোহিত হইত।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—১৯ বিলাস—

"বৃন্দাবন হৈতে আইলা জাহ্নবা ঈশ্বরী।
রহিলেন কতদিনে আসি শ্রীখেতুরী॥
তার সনে থাকে সদা মাধব আচার্য্য।
গান বাদ্যে তিঁহ হরে সবাকার ধৈর্য্য॥
মাধব আচার্য্য হয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দ প্রিয়ভক্ত পরম কুলীন॥
নিত্যানন্দ শিষ্য নিতাই বিনানাহি জানে।
সদাই করয়ে তিঁহ নিতাই পদ ধ্যানে॥
নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গা নাম।
মাধব অচার্য্যে প্রভু কৈল কন্যাদান॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে নিত্যানন্দ মহিমামূলক পদটি সম্ভবতঃ তাঁহার রচিত।

মাধবী দাস—নীলাচলবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শিখি মাইতির ভগ্নী মাধবী দাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত 'সাড়ে তিন পাত্রের' অর্দ্ধ পাত্র। এতদ্বিষয়ে চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বর্ণন যথা—

"শিখি মাইতির ভগ্নি শ্রীমাধবী দেবী। বৃদ্ধ তপস্বিনী তেঁহ পরম বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গনে। জগতের মধ্যে পাত্র-সাড়ে তিনজনে॥
স্বরূপ গোসাই আর রায় রামানন্দ। শিখি মাইতি তিন তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন॥

পদকল্পতরু আদি গ্রন্থে মাধবী দাস ভণিতা যুক্ত কতিপয় পদ দৃষ্ট হয়। সাহিত্যিকদের ধারনা মাধবী দেবী "মাধবী দাস" ভণিতায় পদ রচনা করিয়াছেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে উল্লেখিত মাধবী দাস ভণিতা যুক্ত পদত্রয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল লীলা অবলম্বনে বিরচিত।

—*—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্

।। লীলাকীর্ত্তন গায়কগণের পরিচিতি ।।

শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস

ঠিকানা—গ্রাঃ—আষাড়ী (ছাতনাতলা)

পোঃ চকলহনা ডেবরা জেলা—মেদিনীপুর

যোগাযোগ—শ্রীচৈতন্য বানী মন্দির

গ্র ঃ—বেলাগেড়্যা (ছাতনা তলা)

পোঃ—চকলহনা, জেলা—মেদিনীপুর

বয়স—৪৫ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—২৫ বৎসর

(জীবনী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

শ্রীসুকুমার সামন্ত

ঠিকানা—

গ্রাঃ—বেঁউচ্যা

পোঃ—মাড়তলা

থানা—ডেবরা

পিন—৭২১১৫৬

জেলা—মেদিনীপুর

সংস্থার নাম—

শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তন সম্প্রদায়

বয়স—৩৩ বৎসর

(জীবনী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)
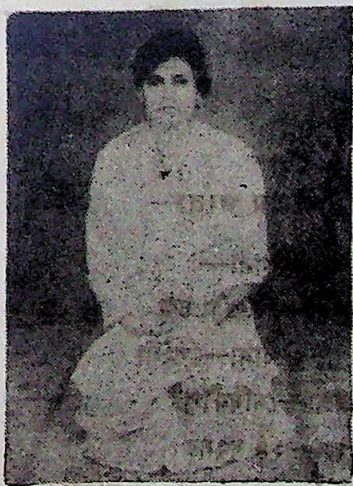
শ্রীনিত্যানন্দ অধিকারী—

ঠিকানা— (কীর্ত্তন কণ্ঠহার)

গ্রাম—রসিকপুর

পোঃ—জায়গীর চক্

থানা—ময়না

জেলা—মেদিনীপুর

সংস্থার নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায়

বয়স—৫৫ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ— ৩৫ বৎসর
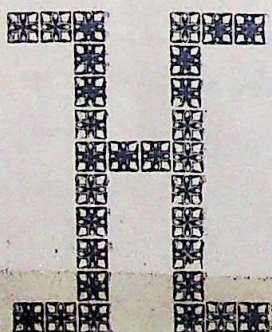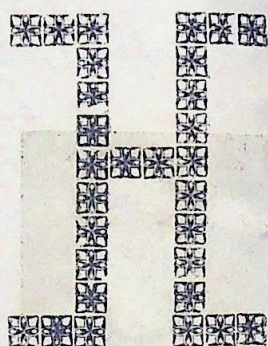
শ্রীনিখিল খাঁড়া—

ঠিকানা—

গ্রাম—টুঙ্গুর

পোঃ+থানা—পিংলা

জেলা—মেদিনীপুর

বয়স—৩৫ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১৫ বৎসর

শ্রীগৌতম জানা—

ঠিকানা—

গ্রামঃ—মিঞা চক্

পোঃ ও থানা—পিংলা

জেলা—মেদিনীপুর

বয়স—২৪ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৩ বৎসর
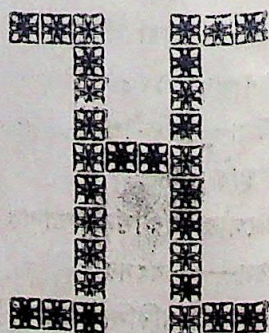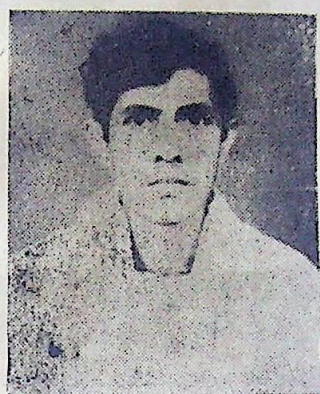
শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস

ঠিকানা—
গ্রাঃ—কুলডিহা
পোঃ—চকলহনা
জেলা—মেদিনীপুর
সংস্থার নাম—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তন সম্প্রদায়
বয়স—৪৫ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—২২ বৎসর
(জীবনী পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

শ্রীসুভাষ দাস (খান্ত)

ঠিকানা— গ্রাঃ—কালিকা কুণ্ডু পোঃ—বরা গেড়িয়া
থানা—পিংলা জেলা—নেদিনীপুর
বয়স—৪৮ বৎসর কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৩৩ বৎসর

শ্রীগোবিন্দ চরণ কুইল্যা

ঠিকানা— গ্রাঃ + পোঃ—মালিঘাটি থানা—ডেবরা
জেলা—মেদিনীপুর
সংস্থার নাম—শ্রীশ্রীগোপাল জীউ নাম সম্প্রদায় বয়স—৪৮ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৩০ বৎসর

শ্রীবিষ্ণুপদ দাস

ঠিকানা—

গ্রাঃ + পোঃ—দোনাচক্

থানা—ময়না

জেলা—মেদিনীপুর

বয়স—৬০ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৩১ বৎসর
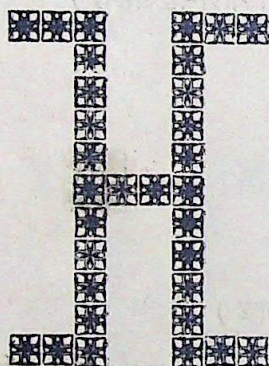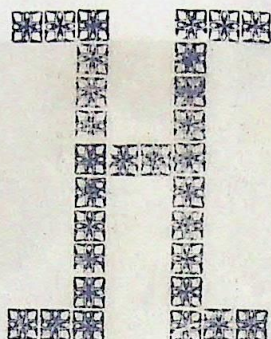
শ্রীনারায়ণ দাস অধিকারী

ঠিকানা—

গ্রাম—মানিকড়া

পোঃ—বড় সাবড়া

থানা—সবং

জেলা—মেদিনীপুর

বয়স—৪৫ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—২৫ বৎসর

শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ দাস

ঠিকানা—

গ্রাম—তিলাগেড়্যা

পোঃ—রাতুলিয়া

পিন—৭২১১৩৯

জেলা—মেদিনীপুর

বয়স—৩৬ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৩ বৎসর

শ্রীআলোক আড়ি

ঠিকানা—

গ্রাম—ভুবরাজ কুণ্ডু
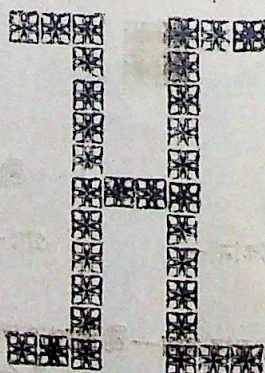
পোঃ—মহারাজপুর

থানা—ঘাটাল

জেলা—মেদিনীপুর

সংস্থার নাম—শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাকীর্ত্তন সম্প্রদায়

বয়স—৩৮ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১৮ বৎসর
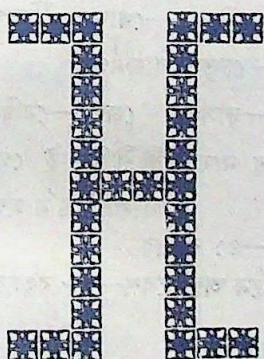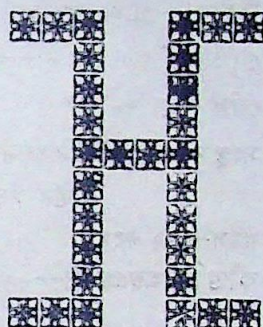
শ্রীস্বপন সামন্ত

ঠিকানা—গ্রাঃ + পোঃ—মনোহরপুর

থানা—চন্দ্রকোনা

জেলা—মেদিনীপুর

বয়স—২৬ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৩ বৎসর

শ্রীসুভাষ কর

ঠিকানা—গ্রাম—ষোলসাই

পোঃ—চৌকা

থানা—ঘাটাল

জেলা—মেদিনীপুর

বয়স—৩৪ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৬ বৎসর
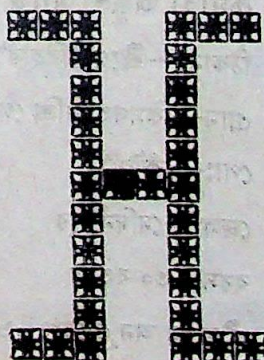
শ্রীরঘুপতি চক্রবর্ত্তী

ঠিকানা—গ্রাম—কুলদহ

পোঃ—চাঁতুর থানা—চন্দ্রকোনা

জেলা—মেদিনীপুর

সংস্থার নাম—শ্রীনিত্যানন্দ লীলা কীর্ত্তন সম্প্রদায়

বয়স—৪২ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—২০ বৎসর
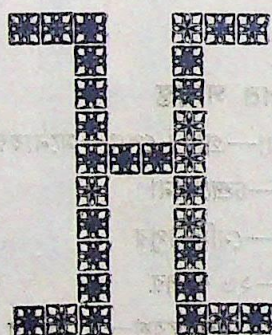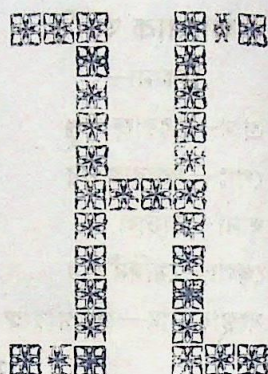
শ্রীকালীপদ গোস্বামী

ঠিকানা—গ্রাম—খোড়দা বিষ্ণুপুর

পোঃ—চেতুয়া রাজনগর

থানা—দাসপুর জেলা—মেদিনীপুর

সংস্থার নাম—শ্রীশ্রীনিতাই গৌর লীলাকীর্ত্তন সম্প্রদায়

বয়স—৫১ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১৮ বৎসর

কুমারী অঞ্জলী মাজি (প্রঃ দাস)

ঠিকানা—শ্রীগোষ্ঠবিহারী মাজি

গ্রাম—কিসখৎ বিশ্রি গেড়্যা

পোঃ—কেঁউসী

জেলা—মেদিনীপুর

বয়স—৩০ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৬ বৎসর
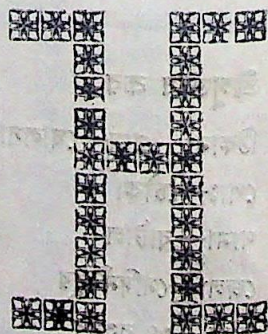
শ্রীভবানী সরকার

ঠিকানা—

১১৪ বি, পাত্তিপুকুর, বিধান পল্লী

পোঃ—শ্রীভূমি পি, এস-লেকটাউন

কলিকাতা—৪৮

সংস্থার নাম—রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়

বয়স—৪০ বৎসর

কর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—২০ বৎসর

শ্রীরাধা সরকার

ঠিকানা—
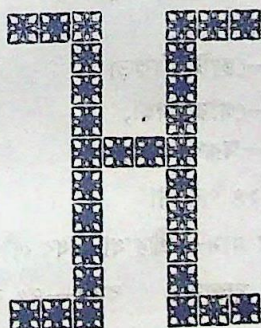
১১৪, বি, পাত্তিপুকুর, বিধান পল্লী

পোঃ—শ্রীভূমি, পি, এস, লেকটাউন

কলিকাতা—৪৮

সংস্থার নাম—রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়

বয়স—৩৪ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১৫ বৎসর
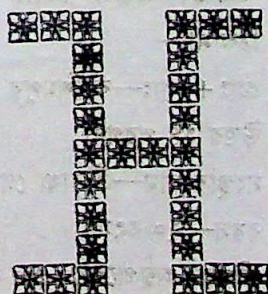
শ্রীজগাই দাস

ঠিকানা—গ্রাঃ + পোঃ—নেতড়া

থানা—ডায়মণ্ডহারবার

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

বয়স—৩১ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৪ বৎসর

শ্রীমতি অনিতা বিশ্বাস

(ক্যাসেড শিল্পী)

ঠিকানা—

৫, নং ওয়ার্ড রবীন্দ্র নাথ কলোনী
পোঃ—উত্তর চাঁদমারী, কল্যানী
জেলা—নদীয়া
☎—০৩৩-৫৮২৬৮৯৭
সংস্থার নাম—অনিতা সম্প্রদায়
যোগাযোগ—চাঁদমারী বাজারের
দক্ষিন পার্শ্বে। বয়স—২৫ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১৫ বৎসর
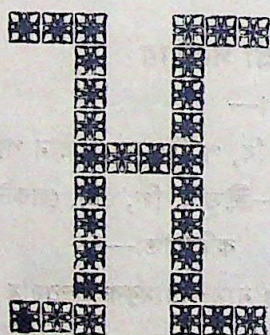
শ্রীতুলসী দাস সরকার

ঠিকানা—

গ্রাম—ছোট বাঁকড়া
পোঃ—গোয়ালদহা,
থানা—স্বরূপ নগর,
উত্তর ২৪ পরগণা
সংস্থার নাম—শ্রীরাধা মাধব লীলা
কীর্ত্তন সম্প্রদায় বয়স—৪৫ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৪ বৎসর

শ্রীমতী অঞ্জলী মান্না

ঠিকানা—

গ্রাঃ + পোঃ—কাশিমপুর
উত্তর ২৪ পরগণা
সংস্থার নাম—শ্রীরাধা গোবিন্দ সম্প্রদায়
বয়স—২০ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১০ বৎসর
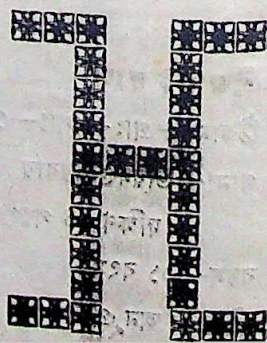
শ্রীমতী অঞ্জলী মান্না

বিশেষ পরিচিতি — গ্রন্থের ছত্রিশ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধা সরকার

বিশেষ পরিচিতি — গ্রন্থের পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমতী মঞ্জুবাণী দাস

ঠিকানা—

গ্রাঃ —মাইকেল পল্লী

পোঃ —শেওড়াপুলী

জেলা —হুগলী

সংস্থার নাম —শ্রীগোপাল সম্প্রদায়

বয়স —৪০ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ —২০ বৎসর

শ্রীবিমল বিশ্বাস (কীর্ত্তন সুধাকর)

ঠিকানা—

২ নং দেশবন্ধু নগর (বরহম তলা)

পোঃ —সোদপুর পিন—৭৪৩১৭৮

জেলা —২৪ পরগনা

সংস্থার নাম —গৌরলীলা কীর্ত্তন

সম্প্রদায় বয়স—৫৫ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৩০ বৎসর

শ্রীনিরঞ্জন মণ্ডল.

ঠিকানা—

কেঃ শ্রীশ্রীকান্ত মণ্ডল

গ্রাঃ + পোঃ —কালিকাপুর

থানা—সোনারপুর, ভায়া চাম্পাহাটী

পিন—৭৪৩৩৩০ বয়স—২৬ বৎসর

জেলা—দক্ষিণ ২৪ পরগণা

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৩ বৎসর

শ্রীআশুতোষ চ্যাটার্জ্জি

ঠিকানা—

তাহেরপুর কলোনী, জি-ব্লক

রোড নং—৬, পোঃ—তাহেরপুর

জেলা—নদীয়া, বয়স—৪৫ বৎসর

সংস্থার নাম নিত্যানন্দ সম্প্রদায়

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ —৭ বৎসর

পরিশিষ্ট

প্রবীন কীর্ত্তনীয়াগণের পরিচিতি

শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস

শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস-পূর্বাশ্রমের নাম শ্রীমদন মোহন ধল। জন্ম বাংলা ১৩৬০ সন। স্থান—আষাড়ী (ছাত্‌নাতলা) চক্‌লহনা ডেবরা মেদিনীপুর। মাত্র ১৪—১৫ বৎসর বয়সেই কীর্ত্তনের প্রতি অবিশ্বাস্য ভাবে অনুরাগ জন্মে। পরম ভক্ত ছিলেন পিতা ৺কালিপদ। মাতা ভক্তিমতী পদ্মাবতী।

সন্নিকটস্থ গ্রামেই যুবকদের আধ্যাত্মিক বিকাশের উদ্দেশ্য নিয়েই প্রতিষ্ঠিত, 'শ্রীচৈতন্য বাণী মন্দির'। যার মূলমন্ত্র, "প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা। ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা" ॥ প্রতিষ্ঠানটির মূল প্রেরণা দাতা, শুদ্ধা ভক্তির পরকাষ্ঠায় উত্তীর্ণ, সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় এবং কীর্ত্তন রস সাগর, শ্রীল কৃষ্ণচরণ গোস্বামী মহারাজ।

মদন মোহনজী এই পরম ভাগবতের প্রসাদেই নিজের বেগবতী ধর্ম স্রোতস্বতীর গতিকে পরিচালিত ও প্রণালী বদ্ধ করে ধন্য হলেন। তাঁরই কৃপা আশীর্ব্বাদে ও ছত্রছায়ায় পারমার্থিক সাধন ও কীর্ত্তনানুশীলনে তাঁর জীবন হল অভিষিক্ত। ফলে কৈশোরের কীর্ত্তন অনুরাগের বৃক্ষটি শ্রীগুরু কৃপায় আজ ফলে ফুলে বিকশিত। তা না হলে তাঁর ব্রজলীলা কীর্ত্তনের ভাব ও রসের ব্যাঞ্জনায় এবং পরিবেশনের পরিপাটিতে এতদ্‌অঞ্চলের কীর্ত্তন রসিকগণ কেনই বা প্রেমাপ্লুত হয়? যুগ পরিবর্ত্তনশীল হলেও বর্ত্তমান প্রজন্মের যুবকেরাই বা কেন অনুপ্রাণীত হবে।

"অপ্রাকৃত প্রেমলীলা কীর্ত্তন অনুধাবনের মাধ্যমেই মানুষ তাঁর সীমাহীন চাওয়া পাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে"। এই প্রেরণা তাঁর কীর্ত্তন অনুরাগের হেতু হওয়ায় শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটের পর তিনি ভেঙে পড়েননি। পারমার্থিক সাধন ও কীর্ত্তন কুশলতাকে কুক্ষিগত ও জীবিকা সর্ব্বস্ব না করে, গুরুদেবের নির্দেশিত উক্ত প্রতিষ্ঠানের আরব্ধ কর্মে

নিজেকে প্রসারিত করেছেন। শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদে পরম করুন শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপায় লালগড় স্থিত ভাগবত বেত্তা কৃপাসিন্ধু, শ্রীল পুণ্ডরীকাক্ষ গোস্বামীর সান্নিধ্যে প্রেম ভক্তি অর্জনে কৃপাবিষ্ট হওয়ায় শ্রীমদন মোহন 'কৃষ্ণানন্দ'এ নামান্তরিত হন।

ব্যাক্তি ও সমাজকে ভগবত উন্মুখী করিতে তিনি নিজেকে আরও প্রসারিত করুক — প্রতিষ্ঠানের সহকারী ও অনুরাগী বৃন্দের এটাই প্রার্থনা।

যোগাযোগ—শ্রীচৈতন্য বাণী মন্দির
গ্রাঃ—বেলাগেড়্যা (ছাতনাতলা)
পোঃ—চক্‌লহনা
জেলা—মেদিনীপুর

—*—

শ্রীসুকুমার সামন্ত

শ্রীসুকুমার সামন্ত—গ্রাম বেঁউচ্যা, পোঃ-মাড়তলা, থানা-ডেবরা, জেলা-মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৫৬ জন্ম—বাংলা ১৩৭৩ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার। ছোট বেলায় দেখতাম আমার পরমারাধ্য পিতা—গ্রামের একটি নাম সম্প্রদায়ে নামগান করতেন। তখন থেকেই আমার ভীষণ ভালো লাগত নাম সংকীর্ত্তন। মাঝে মধ্যে ঐ সম্প্রদায়ের পিছু পিছুও ঘুরেছি। তখন আমার বয়স ১৩-১৪ বৎসর বা আরো কম। কি যেন একটা অজানা নেশার টানে ঐ সম্প্রদায়ের পিছু নিয়েছি। পড়া-শুনার ক্ষতি হবার কারণে বাবার কাছে বকুনিও খেয়েছি অনেক। বংলা ১৩৮৬ সালে মাড়তলা হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেলাম। পরীক্ষার পর ফলাফল ঘোযনা হতেতো প্রায় তিন মাস সময় লেগেযায়, ঐ সময়টাতে একটু বেশী করেই মিশে গেলাম ঐ নামের দলে। খুব আনন্দ পেলাম।

তারপর ফলাফল প্রকাশিত হল এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ডেবরা শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষানিকেতনে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্ত্তি হয়ে গেলাম বানিজ্য বিভাগে তখন থেকে পড়াশুনার সাথে সাথেই অষ্টপ্রহরে নিশিপ্রহরে নাম গান করতে যেতাম। ভীষণ আনন্দ পেতাম, তাই পড়াশুনার থেকেও ঐ নামগানকে বেশী করে গুরুত্ব দিতাম। ১৩৮৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে পিংলাথানা মহা-বিদ্যালয়ে বি,কম্ (অনার্শ) ভর্ত্তি হলাম। এখানেই আমার মূল কীর্ত্তন জীবনের সূত্রপাত ঘটল। বাংলা ১৩৮৯ সালের শীতের সময় কোন একটা দিন। কলেজে আমার পাশাপাশি কিছু বন্ধু বান্ধবরা জানত যে আমি নামগান করি। তো ওরা আমাকে নিয়ে মাঝে মাঝে নাম গান করার জন্য উপহাস করত। যেটা বর্ত্তমান যুগের একটা নিয়ম। যে দিনটার কথা বলতে যাচ্ছি, ঐ দিন ক্লাসের ফাঁকে কলেজের বারান্দাতে দাঁড়িয়ে সবাই আমরা রোদ উপভোগ করছি আর নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন কথাবার্ত্তা বলছি। এমনি সময় কথা প্রসঙ্গে আমার নাম গান করার কথা উঠে পড়ে। ফলে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদেরই ক্লাসের একটি ছেলের কানে যায়। তার সাথে তখন আমার বিশেষ আলাপ ছিলনা। একটু পরে ছেলেটি আমার কাছে গিয়ে আমাকে ফাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে যে, আমি সত্যি নামগান করি কিনা।

তখন ছেলেটি জানায় যে, ওর বড়দা একজন ভালো কীর্ত্তনীয়া। আমাকে বলল এসোনা একদিন আমাদের বাড়ীতে বড়দার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো। মনটা কেন জানিনা একটা আজানা আনন্দে নেচে উঠল। বললাম ঠিক আছে সুযোগ করে যাওয়া যাবে। বেশী অপেক্ষা করতে হোল না তারই প্রায় ৩-৪ দিন পরে কলেজে একদিন কি একটা কারনে দুটো ক্লাসের পর ছুটি হয়ে গেল। বড় আনন্দের সঙ্গে গেলাম ঐ বন্ধুটির বাড়ী। বড়দা বাড়ীতেই ছিলেন। পরিচয়ও হোল। আমি নাম-গান করি শুনে উনি খুবই আনন্দিত হলেন। আমি বললাম আমাকে কিছু লীলা শিখাতে হবে। উনি প্রথমে আমাকে বকলেন। বললেন তোমার এখন পড়াশুনা করার সময়। মনদিয়ে আগে লেখা পড়া কর আমি একটু জিদ্ ধরলাম। উনি বাধ্য হয়ে আমাকে কয়েকটি মাত্র লীলা দিলেন। মাঝে

মধ্যে ফাঁক পেলেই কলেজ থেকে চলে যেতাম। বাড়ীতে বলতাম না। তখন ওনার বাড়ী ছিল পিংলা থানারই একটি গ্রামে, নাম শ্রীযুত নারায়ণ চন্দ্র দাস অধীকারী। এমনি ভাবে ওনার কৃপায় সামান্য কয়েকটি লীলা শিখেছিলাম তাও তেমন কিছু ভালো ভাবে দেখার বা জানার আমার সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি। আস্তে আস্তে এসেগেলো তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষার সময়। পড়াশুনা নিয়ে ভীষন ব্যাস্ত হয়ে পড়লাম। ওনার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখতে পারিনি। ঠিক সেই সময়ই উনি গান বাজনার সুবি-ধার জন্য শুনেছি ওখান ছেড়ে নদীয়া জেলার কোন একটি গ্রামে চলে গেছেন। তারপর উনি অবশ্য ঠিকানা জানিয়ে পরে আমায় চিঠি দিয়ে ছিলেন কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমি আর ওনার দর্শন করতে পারিনি। আর ঠিকানাটাও আমার জানা নেই।

তার পরও পড়াশুনার মধ্যে থাকতাম। ডিগ্রি, ডিপ্লোমা অনেক সংগ্রহ করেছি, কিন্তু মহাপ্রভুর লীলা তথা নামের মধ্যে যে কি মোহিনী শক্তি লুকিয়ে আছে আজও তা বুঝতে পারিনি। তাঁর নাম নিয়ে জনগনের কাছে দাঁড়ানোর যে সুখ যে অপরিসীম আনন্দ তা আর কোথাও নেই।

তাই আজ অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে মহাপ্রভুর নাম ও প্রেমই যে কলির জীবের একমাত্র উদ্ধারের পথ তা জগৎ মাঝে প্রচ র করার জন্য গ্রামের কিছু ছেলেদের নিয়ে একটি কীর্ত্তন সম্প্রদায় (শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তন সম্প্রদায়) গড়েছি। সংসারের কাজ কর্মের ফাঁকে জীবনটাকে ওর মধ্যেই বেঁধে রাখতে চাই।

আমদের কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন নয়। আমরা দেশ বিদেশ কীর্ত্তন পরিবেশন করে যা আয় করি তা দিয়ে মহাপ্রভুর নাম প্রেম ও বানী প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর আমাদের গ্রামে গ্রামে কার্ত্তিক মাসের ২৭ তারিখ থেকে ১লা অগ্রহায়ন পর্যন্ত একটানা ৫ দিন ব্যাপী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ উৎসবের আয়োজন করি। এতে বিভিন্ন জনবহুল স্থানে গিয়ে মহাপ্রভুর প্রকৃতিকৃতি স্থাপন, ধর্মসভাও করে থাকি।

এই পত্রিকার ভক্ত পাঠকদের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই যেন আমরা গৌর সুন্দরের সেবা পূজা করে তাঁর কৃপা লাভে ধন্য হই। আর দেহ থেকে প্রান ছাড়বার কালে যেন আমার তথা আমাদের জিহ্বা গৌর সুন্দরের নাম নিতে পারে। জয় গৌর হরি।

—*—

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস—আমি শ্রীগোপালচন্দ্র দাস পিতা নিত্যধাম প্রাপ্ত ধনঞ্জয় দাস। গ্রাম কুলডিহা, পোঃ-চকলহনা, জেলা-মেদিনীপুর।

আমার ন্যায় অনাদি বহির্মুখ মায়া কলুষিত চিত্ত সাধন ভজন হীন জীবাধমের ভাগ্যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তন জগতে আমার সৌভাগ্য একমাত্র শ্রীগুরু কৃপা ভিন্ন সম্ভব নয়। পূজপাদ পিতৃদেব ছিলেন শ্রীখোল বাদক। সেই সূত্রে কিনা জানিনা ১২ বৎসর বয়সে শ্রীখোল শিক্ষার আকাঙ্খা মনে জাগে। পূজপাদ শ্রীমধুসূদন দাস, গ্রাম বৃন্দাবনপুর, পোষ্ট চকলহনা, জেলা মেদিনীপুর। তিনিই সর্বপ্রথম খোল শিক্ষার হাতে খড়ি দিয়ে এই রাজ্যে আসার জন্য প্রবেশ দ্বার খুলে দেন। তার কিছুদিন পরে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী গ্রাম+পোষ্ট—বৌলাসিনী, জেলা মেদিনীপুর। তিনি কৃপা করে খোল বাদ্যে কিছু অগ্রগতি করে নিয়ে যান।

এইভাবে খোলের চর্চ্চায় প্রায় ১০ বৎসর কেটে যায়। এই সময় মনে জাগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় লীলা কীর্ত্তন শিক্ষার ইচ্ছা। এই সময় শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস গ্রাম সকারিমপুর পোঃ ভরতপুর জেলা মেদিনীপুর। ইনিই কৃপা করে প্রথম লীলা কীর্ত্তন গানের দীক্ষা দেন। তারপর শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বিহারী দাস গ্রাম বড় করঞ্জীপুর, পোঃ বুড়াখানা, জেলা মেদিনীপুর। এবং এরপরে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র দাস গ্রাম পটাশপুর, পোঃ—নূতন পুকুর, জেলা মেদিনীপুর। এনারা সবাই কৃপা করে যথাসাধ্য এই দীন হীনকে কীর্ত্তন শিক্ষা দান করে কৃতার্থ করেন। সবশেষে শ্রীযুক্ত ভাগবৎচন্দ্র দাস গ্রাম বেনপতরী, মোষ্ট জাগুল, জেলা মেদিনীপুর। ইনি কৃপা করে কিছু বড়তাল ও সুর শিক্ষা দান করেন।

ঐ সময় রাত্রি ১২ পর্য্যন্ত গানের চর্চ্চা করতাম। রাত্রি ৩টা হতে বই পড়তাম। ভোর ৪টা হতে গলা সাধিতাম। এইভাবে গান শিক্ষা করার ৮/৯ মাস পরে আমার গ্যাষ্টিক আলসার হয়। তাতে ১২/১৪ দিন নার্শিং হোমে থেকে চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে বাড়ি আসি। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন রাত্রি জাগবেন না, গান করবেন না। কিন্তু কে যেন আমার আমার অন্তরে জাগিয়ে দিল 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ। পারলাম না ডাক্তার বাবুর নির্দ্দেশ মানতে। শুরু হল সেই মধুর মূরতি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুন, ও লীলা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন। এই কীর্ত্তন রাজ্যে আমার মধ্যে বিভিন্ন ভাবে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ও শ্রীগুরুদেবের করুণায় সকল অসুবিধা দূরে গেছে।

সবশেষে বলি প্রথম জীবনে পূণ্যপাদ পিতৃদেবের কিছুটা অসম্মতি থাকলেও আমার একান্ত বিশ্বাস তাঁর কৃপাশীর্ব্বাদই আমাকে এত দূরে তুলে এনেছেন।

শ্রীযুত অশোক কুমার মান্না বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া গ্রন্থে এই অধমের পরিচিতি প্রদানের সর্ব্বতোভাবে আনুকুল্য সাধন করার জন্য তার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যান কামনায় সংকীর্ত্তনের গুরু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে জানাই আকুল প্রার্থনা।

—*—

শ্রীবলরাম গোস্বামী

শ্রীবলরাম গোস্বামী—গ্রাঃ+পোঃ—নোনা নস্করপুর, থানা—ভগবানপুর জেলা—মেদিনীপুর, বয়স—৬৫ বৎসর। প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ অত্যন্ত যশের সহিত লীলা কীর্ত্তন পরিবেশন করিতেছি। বর্ত্তমানে ৫ বৎসর যাবৎ শারিরীক অসুস্থতার জন্য কীর্ত্তন জগত হইতে অবসর গ্রহন করে শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ করিয়া অবসর জীবন যাপন করিতেছি। ডেবরা থানার আমার প্রধান ছাত্র শ্রীঅর্জ্জুন দাসকে আমার সবকিছু অর্পন করিয়াছি।

—*—

শ্রীরতন গান্ধী

আমার কীর্ত্তন প্রশিক্ষণ শুরু হয় বিগত ইং ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে। যদিও ইতিপূর্ব্বে আমার বংশে কোন কীর্ত্তনীয়ার পরিচয় নাই। তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে আমার পিতৃদেব শ্রীচরণেষু ৺ ডাঃ আশুতোষ গান্ধী অত্যন্ত কীর্ত্তন পিপাসু রসিকভক্ত ছিলেন। আমার বাল্যজীবনে তিনি যেখানে কীর্ত্তন শুনতে যেতেন গ্রামের কিছু ভক্তসহ আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সেই সময় থেকে পিতার সঙ্গে বহু প্রাচীন কীর্ত্তনীয়ার শ্রীমুখ নিসৃত লীলাগান শ্রবনের ফলে আমি কীর্ত্তনের সুর, তাল ও সিদ্ধান্তের প্রতি অনুরক্ত হই। এবং তারই ফলস্বরূপ পরবর্তী জীবনে একদিকে চিকিৎসা শিক্ষার জন্য কলেজে এবং সেইসঙ্গে একই সাথে এই লীলাকীর্ত্তনের শিক্ষা শুরু করি আমাদের গ্রামে নবাগত দরিদ্র ভিক্ষুক বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত হারাধন দাসের নিকট। তারপর নপাড়া গ্রাম নিবাসীর ৺ শ্রীযুক্ত মন্মথ দাস এবং সীতামুড়ি (বিহার) নিবাসী প্রবীন কীর্ত্তনীয়া ৺ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন দাস মহাশয়ের নিকট সুদীর্ঘ ২১ বৎসর যাবৎ তার সঙ্গ করি তিনি কৃপা করে আমাকে সন্তান স্নেহে তার সঞ্চিত লীলারস, পালা পর্য্যায় দান করেন — বর্তমানে বিহার জামজুড়ি বাণীসর নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ মণ্ডলের নিকট প্রশিক্ষণ রত।

আমি প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করি আমার কুলগুরু ৺ সত্যকিংকর অধিকারীর নিকট। তারপর ১৯৮৫ সালে জন্মাষ্টমীর দিন আমার ভার্য্যা শ্রীমতি বেলারাণী গান্ধীসহ সস্ত্রীক পুরুলিয়া জেলার রামচন্দ্রপুরে 'শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ আশ্রমে" সদগুরু ৺শৈলবালা দেবী মাতাঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষা গ্রহন করি। এবং তারপর পুনরায় ১৪০৬ সালে কার্ত্তিকমাসে শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত পরিবারে শ্রীমৎ কৃষ্ণচরণ গোস্বামীকে (বাবুলাল গোস্বামী সাধু পালতোড়া, পুরুলিয়া) শিক্ষাগুরুত্বে বরণ করি।

আমার কীর্ত্তন জীবন বড়ই বিস্ময়কর ক্লেশময়, বলাবাহুল্য এই কীর্তনের জন্য পিতৃবিয়োগের পর আমার গৃহছাড়া হতে হয় এবং আত্মহত্যার চেষ্টা করে বিফল হই—যাইহোক নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে

উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানে শ্রীসাধুগুরু বৈষ্ণব চরণে লীলাকীর্তনীয়া হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছি।

অবশেষে প্রার্থনা যেন বাকী জীবনটাও গৌর গোবিন্দ নাম নিয়ে সেবানন্দ ও সাধন ভজনানন্দে অতিবাহিত হয় ইহাই সমস্ত বৈষ্ণব চরণে প্রার্থনা রইল।

শ্রীশ্রীজগদানন্দ ঠাকুর ও তাঁহার শ্রীপাট আমনালা গ্রামের
—পরিচিত লিপি—

(কীর্ত্তনীয়া রতন গান্ধী কর্ত্তৃক প্রেরিত)

জগদানন্দ শ্রীপাট বলতে ইনি সেই শ্রীখণ্ড নিবাসী ঠাকুর নরহরি সরকারের পরিবার বর্ধমান জেলা অন্তর্গত দক্ষিণ খণ্ডগ্রাম নিবাসী গৌরলীলা পরিকর পদকর্তা শ্রীজগদানন্দ ঠাকুর। তিনি তার প্রকটাবস্থায় আমাদের আমনালা গ্রামে বেশ কিছুদিন বসবাস করেছিলেন। তার ভজনস্থলটি এখনও ঠাকুর বাড়ী নামে পরিচয় বহন করছে এবং তাঁদের নির্মিত একটি বড় পুষ্করিনী বাঁধ (বর্তমানে পঃ বঃ সরকারের পুঁইনালা সেচ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত) রয়েছে কথিত আছে তিনি নাকি ঐ বাঁধের উপর জলের উপর পায়ে হেঁটে পারাবার করতেন। মদীয় এই গ্রামে কিছুদিন বসবাসের পর নাজানি কি কারণে এই ভজনস্থল পরিত্যাগ করে তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত করেন বীরভূম জেলার জোপলাই গ্রামে। মদীয় এই গ্রামটি অদ্যাপি তাঁর কুলদেবতা ৺শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর দেবত্ব মৌজা হিসাবে সরকারের নিকট রেকর্ডভুক্ত।

উক্ত উল্লিখিত তথ্যাদি আমাদের জানা ছিল না। দৈবযোগে বিগত ১১ বৎসর পূর্ব্বে বাংলা ১৩৯৪ সনে তাঁরই পরিবারের ৺শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ ঠাকুর মহাশয় আমাদের গ্রামে পদার্পণ পূর্ব্বক এই তথ্যাদি জানান এবং শ্রীজগদানন্দ আশ্রম নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করে যান। তাঁরই কথামত আমি আমার ঠিকানা পত্রে শ্রীজগদানন্দ শ্রীপাট উল্লেখ করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এখান থেকে যাওয়ার পরেই বীরভূম জেলার জেনপলাই গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর

অভাবে এবং কালের প্রভাবে ও গ্রাম্য মত বিতর্কে আশ্রম বন্ধ কিন্তু প্রত্যহ সন্ধ্যা কীর্ত্তনাদি হয়। শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর বিরচিত "জগদানন্দ পদাবলী" গ্রন্থে ইহার বিশদ বিবরণ পাবেন। তিনি সম্ভবত কলিকাতা কোন কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যক্ষ ছিলেন যা তাঁর পরিবারে অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

জগদানন্দ ঠাকুর বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান গ্রন্থের বর্ণন—শ্রীজগদাদন্দ ঠাকুর শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীরঘুনন্দনের বংশে ১৬২০ হইতে ১৬৩০ শকের মধ্যে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা—নিত্যানন্দ, পিতামহ—পরমানন্দ, চারিভ্রাতা—সর্ব্বানন্দ, জগদানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, সচ্চিদানন্দ। পৈত্রিক বাস শ্রীখণ্ড হইতে আগরডিহি দক্ষিণ খণ্ডে বাস করেন। পরে তথা হইতে বীরভূমের দুবরাজপুর থানার জাফরাই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তথায় তিনি শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। একদা কতিপয় পশ্চিম দেশীয় সাধু আগমন করিয়াছিলেন। তাহারা কুপোদক ভিন্ন পান করিবেন না। তাই জগদানন্দ গৌরাঙ্গ স্মরণে লৌহখণ্ড দ্বারা ভূমিতে আঘাত করিতেই জল উত্থিত হইল। পরে তথায় একটি পুষ্করিণী খনন করা হয়। তাহা অদ্যাপি 'গৌরাঙ্গ সায়ের' নামে খ্যাত। জগদানন্দ পঞ্চকোট রাজ্যের অধীনে আমনালা সুন্দরী গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় একটি সরোবরের মধ্যস্থলে দ্বীপের ন্যায় স্থানে পাদুকা পায়ে দিয়া জলরাশি অতিক্রম পূর্ব্বক গমন করিয়া হরিনাম করিতেন। পঞ্চ কোটের রাজা পাত্রমিত্র সহ তথায় আগমন করতঃ জগদানন্দের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া ভক্তি সহকারে তাঁহাকে আমনালা সুন্দরী গ্রাম অর্পণ করেন। জগদানন্দ ঐ স্থানে "শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি" প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বোক্ত সরোবর 'ঠাকুর বাঁধ' নামে সুপ্রসিদ্ধ, জগদানন্দ একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। এতদ্বিষয়ে প্রাচীন শ্লোকঃ —

শ্রীল জগদানন্দো জগদানন্দ দায়কঃ।
গীতঃ পদ্য করঃ খ্যাতো ভক্তি শাস্ত্র বিশারদ॥

উঁহার রচিত পদাবলী শ্রুতি রসায়ন, ছন্দোবিন্যাসে ও শ্রুতি মধুর পদ কদম্ব লিখনে ইতি অদ্বিতীয়। ভাষা রসাশব্দার্ণবে ইনি ককারাদি ক্রমে অনুপ্রাস-যুক্ত কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহার চিত্রপদ রচনাও অতি সুন্দর।

প্রয়াত লীলাকীর্ত্তন গায়ক পরিচিতি

(হুগলী নিবাসী শ্রীরামচন্দ্র ঘোষের সংগৃহীত তথ্যাবলী)

* কীর্ত্তণীয়া শ্রীশ্রীরসিক দাস *

নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলায় যজান গ্রাম। এই গ্রামের চৈতন্য দাস শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গান করিতেন। পুত্র অনুরাগী দাস মৃদঙ্গ বাদক ছিলেন। পদ্মাপারে গান করিতে গিয়া মূল গায়কের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হওয়ায় তিনি গ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং কীর্ত্তন শিক্ষা করেন অনুরাগী দাস কীর্ত্তনে খুব নাম করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ খণ্ডে বিবাহ করেন। পত্নীর নাম কুসুমনী দাসী। এক পুত্র ও দুই কন্যার জননী কুসুমিনী লোকান্তরিতা হইলে স্বগ্রামেই যজানেই পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছিলেন। অনুরাগীর প্রথম পুত্র রসিক দাস। দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র রতন দাস ও গৌর দাস। রতন দাস রসিক দাসের দলের শির দোহার ও দলের কর্ত্তা ছিলেন। গৌর দাস কলিকাতায় বাস করেন। কলিকাতায় বিখ্যাত কীর্ত্তণীয়া ছিলেন গৌরদাস। রসিক দাসের তিরোধানে সম্প্রদায় সহ গান করিতে আসেন। দক্ষিণ খণ্ডে গান করিতে আসেন। রসিক দাস মাতুলালয়ে বাস করিয়াছিলেন। অনুরাগী দাস রসিক দাসকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতেন। তিনি ছাত্রগণকে এবং রতন গৌরকে গান শিখাইতেন। কিন্তু রসিক সেখানে গেলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন। শ্রুতিধর বালক রসিক আড়ালে দাঁড়াইয়া যেখানে গান শিখিত এবং দূর হইতে পিতাকে শুনাইয়া গান গাহিত। পিতা জ্বলিয়া উঠিতেন। এই অবস্থা বেশী দিন চলিল না। রসিকের মাতুল তাহাকে দক্ষিণ খণ্ডে লইয়া আসিলেন এবং সোনারদ্দির রাজবাড়ীর কীর্ত্তন গায়কের গান শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রসিক দাস কীর্ত্তনের দল করিলেন। বয়স তখন বোধহয় চৌদ্দ কি পনের বৎসর। রাঢ়দেশে কান্দরা গ্রাম। মুর্শিদাবাদ জেলার কীরাটকোনার পালধী বংশীয় মঙ্গল ঠাকুর ভগবৎ প্রেমে আকুল হইয়া গৃহ ছাড়িয়া এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরিতে ঘুরিতে কান্দরায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার সাধনায় আকৃষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্য পার্ষদ

গদাধর পণ্ডিতজি তাঁকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারই স্মৃতি রক্ষা কল্পে আশ্বিনের নবম্যাদি কল্পারম্ভে দিন হইতে শুক্লা প্রতিপদ পর্য্যন্ত কান্দরায় একটী উৎসবের অনুষ্ঠান হয় নাম সাজি উৎসব। কৃষ্ণা নবমীতে সন্ধ্যায় অধিবাস শুক্ল প্রতিপদে ধুলোট উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষ্যে কান্দরায় সেদিন রাঢ়ের বহু প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া গান করিতে আসিতেন। উৎসবের দিন নিকট হইয়া আসিল ১৬ বৎসরে দল লইয়া রসিক দাস কীর্ত্তন গাহিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কান্দরায় দেশ বিখ্যাত কীর্ত্তণীয়াগণ উপস্থিত হইলেন। মানকর হইতে নন্দদাস আসিয়াছিলেন। বীরভূম তাঁতিপারার নিতাই দাস, ইলাম বাজারের মনোহর চক্রবর্ত্তী ও ময়ানা ডালের বৈকুণ্ঠ মিত্র ঠাকুর আসিয়াছেন। গঙ্গা নাপিত কালা হৃদয় ও জামাই হৃদয় আসিয়াছেন। আর আসিয়াছে বন্দিপুরের আঁখুরে গোপালের ভাগিনের হুগলী বাসুদেবপুরের তরুণ গায়ক বেণী দাস, অনুরাগী দাসও আসিয়াছেন। কান্দরার মঙ্গল ঠাকুরের বংশধর বনমালী ঠাকুর তখন যুবক তিনিও তরুণ বয়সেই কীর্ত্তন গানে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বনমালী ঠাকুর অনুরাগী দাসের পরেই রসিকের আসর নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তখনকার দিনে একই আসরে বড় বড় কীর্ত্তণীয়ার গান হইলে শ্রীমতির পূর্ব্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া রস পর্য্যায় অনুসারে গান চলিত। কোন কোন কীর্ত্তণীয়া পরবর্ত্তী কীর্ত্তণীয়াকে অপ্রস্তুত করিবার জন্য এমন অবস্থায় গান রাখিতেন যাহার গৌরচন্দ্র গান স্থির করাই সমস্যা দাঁড়াইত। শ্রীমতীর পূর্ব্ববাগেও ভেদ আছে। স্বপ্ন দর্শন, বংশী শ্রবন, নাম শ্রবন, চিত্রপট দর্শন প্রভৃতি নানা প্রকার ভেদ আছে। এই ধরনের আসরেই কীর্ত্তণীয়াগণের রসজ্ঞতার পরীক্ষা হইত। এই সমস্ত গানে হঠাৎ কেহ মিলন গাহিতে পারিত না দুই পংক্তি পয়ার গাহিয়া গান রাখিতে হইত ইহার নাম ছিল ঝুমুর। অনুরাগী দাস কিছু জানিতে পারিয়াছিলেন কি না শ্রীমহাপ্রভুই জানেন তিনি এমন অবস্থায় গানের বিরাম দিলেন। যাহার গৌরচন্দ্রিকা স্থির করিতে অভিজ্ঞ কীর্ত্তণীয়াকেই ধন্ধায় পড়িতে হয়। বড় বড় কীর্ত্তণীয়া

সকলে আসরে আসিয়া বসিলেন। বনমালী ঠাকুর এবং বেণী দাস উৎসাহ দিতেছেন রসিক গান আরম্ভ করিলেন। রসিকের তদ্উচিৎ গৌরচন্দ্র রস পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট পালা গান ভাবপূর্ণ সুমিষ্ট কণ্ঠ এবং বিশুদ্ধ তাললয়ে যেমন অভিজ্ঞ কীর্ত্তণীয়াগণ তেমনই সাধারণ নরনারীও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অনুরাগী দাসও আরালে দাড়াইয়া গান শুনিতে ছিলেন। তিনি ছুটিয়া আসিয়া বুকে জরাইয়া ধরিলেন পিতা পুত্রের চোখের জলে বহুদিনের ব্যবধান ভাসিয়া গেল উভয়েই হৃদয় বিষাদ মুক্ত হইল। পিতা পুত্রের মিলনে সকলেই পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। বীরভূম নিকটবর্ত্তীপায়র গ্রাম। এই গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দ বংশোদ্ভব এবং শ্রীকশীশ্বর পরিবার ভুক্ত বহু আচার্য্য সন্তানের বাস ছিল। এতদভিন্ন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা কম ছিল না বিভিন্ন জাতির সম্পন্ন গৃহস্থও অনেক ছিলেন। গোস্বামীগণের গৃহে অপর ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থ গৃহে বহু বিগ্রহ ও শালগ্রাম শীলার সেবাপূজা হইত। গ্রামে মৃদঙ্গ বাদ্য ও কীর্ত্তণীয়াগণের চতুস্পাটীতে বহু ছাত্র শিক্ষা লাভ করিত। পায়রে কৃষ্ণদাস নামে একজন দেশ বিখ্যাত মৃদঙ্গ বাদক ছিলেন। মস্তকে জটা ছিল বলিয়া সকলেই জটে কুঞ্জদাস বলিত। তিনি একজন কীর্ত্তন গায়কও ছিলেন। কিন্তু কীর্ত্তন গাহিতেন না কীর্ত্তনের দলে মৃদঙ্গ বাজাইতেন। এবং ছাত্রগণকে মৃদঙ্গ বাদ্যই শিক্ষা দিতেন। কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী বিরাহিমপুরের বা বিরমপুরে সেকালে প্রতিবৎসরই লীলা কীর্ত্তনের নবরাত্রি উৎসব হইত দেশ বিদেশের কীর্ত্তণীয়াগণ আসিয়া পর্য্যায় ক্রমে লীলাকীর্ত্তন গান করিতেন। এক বৎসর এইরূপ সম্মেলনে নবরাত্র শেষে মহান্ত বিদায় গান হইতেছে। মাত্র মূল গায়কগণই গান করিতেছেন। মনোহর চক্রবর্ত্তীর দলে ছিলেন জটে কৃষ্ণদাস তিনিই ছিলেন প্রধান বাদক। গায়কগণকে সুযোগ দিয়া মনোহর চক্রবর্ত্তী কুঞ্জদাসকে ইঙ্গিত করিলেন কুঞ্জদাস লহর আরম্ভ করিলে তাঁহার সঙ্গতের সমতালে সঙ্গিতে তাল দিতে অসমর্থ হইয়া প্রায় সকল মূল গায়কই অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। একমাত্র রসিক দাসই কিছুক্ষণ সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছিলেন। বাজনার শেষে কৃষ্ণদাস রসিককে আশির্ব্বাদ

করিয়াছিলেন, কালে তুমি বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ গায়ক হইবে। মনোহর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির তিরোধানের পর কুঞ্জদাসের আশীর্ব্বাদ সত্য হইয়াছিল রসিকের সমকালে তিনিই বাঙ্গলার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। দীঘায়ত দেহ এই গায়কের কণ্ঠস্বর উচ্চ ও মধুর গম্ভীর ছিল। বড় তালের গানে তাঁহার দক্ষতা অসাধারণ এই সমস্ত গুন ও গানের পরিবেশ ভঙ্গি ও আখরের পরিপাট্য তাঁহাকে বড় মূল গায়েন নামে পরিচিত করিয়াছিল। কীর্ত্তনের 'কাটা ধরা' তাল রসিকের সৃষ্ট সেকালে রসিকের গানের দক্ষিণা ছিল প্রতি পালায় একশত টাকা। তখনকার দিনে ট্রেন ছিল না তিনি প্রায় পালকীতে যাতাযাত করিতেন। মঙ্গলডিহির ঠাকুর বাড়ীতে এবং নিকটবর্ত্তী ব্যাতিকার গ্রামের জমিদার বাড়ীতে বহুবার গান শুনিয়াছি। রসিক স্থায়িভাবে দক্ষিণ খণ্ডেই বাস করিয়াছিলেন রসিকের পুত্র নন্দ দাস ও রাধাশ্যাম দাস কীর্ত্তন গানে সুফল অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সন ১৩২০ সালে ১০ই চৈত্র মহারুণীর দিন বাঙ্গলার সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় এই সুরসিক গায়ক নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলায় বহরান ষ্টেশনের নিকট ঝামটপুর গ্রাম। ঐ গ্রামে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে নিত্য পাঠগ্রন্থ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রনেতা পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আশ্বিনের দুর্গোৎসব পর শারদ শুক্লা একাদশী তিথি কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। রসিক দাস এই তিথিতে ঝামটপুরে উৎসবের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন নিজে স্বদলে ঝামটপুরে উপস্থিত হইয়া লীলাকীর্ত্তন গান করিতেন। তাঁহার নির্দ্দেশে বহু কীর্ত্তণীয়া ঐ উৎসবে গান করিতে আসিতেন। আজিও এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। বাঙ্গলার শ্রীনন্দকিশোর দাস প্রমুখ কীর্ত্তণীয়াগণ রসিক দাসের প্রবর্তিত ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন।

কীর্ত্তনীয়া নন্দকিশোর দাস

মুর্শিদাবাদ জেলায় তুপুখুরিয়া বাজার গ্রাম। এই গ্রামে এক সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণব পরিবারে সন ১৩১৭ সালে ১২ই অগ্রহায়ণ নন্দকিশোর জন্ম গ্রহন করেন। পিতা রাধাকৃষ্ণ দাস একজন বিখ্যাত মৃদঙ্গ বাদক। বহু ছাত্র ইহার নিকট মৃদঙ্গ শিক্ষা করিয়া খ্যাতিমান হইয়াছেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ে মধ্য ইংরাজি পর্য্যন্ত অধ্যয়ণ পূর্ব্বক নন্দকিশোর শান্তিপুরের রামচাঁদ দত্তের নিকট কিছুদিন হরিনামামৃত ব্যাকরণ পাঠ করেন। পঠদ্দ দশাতেই পিতার নিকট এবং কীর্ত্তনের আসরে গান শুনিয়া তিনি গোষ্ঠ ও দান গান শিখিয়া ছিলেন। বাঙ্গলার বিখ্যাত কীর্ত্তণীয়া অবধুত বন্দোপাধ্যায় নন্দকিশোরের কণ্ঠ মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া গোষ্ঠ ও দান গানের এক একটি পদ শুনিয়া তাঁহাকে দলে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ষোল বৎসর কাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের দলে দোহারি করেন। রাধাকৃষ্ণের প্রিয় ছাত্র মৃদঙ্গ বাদক বিষ্ণু দাসের নিকট নন্দকিশোর বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। শান্তিপুরের নিকট গৌরীপুরে গুরুদেব দেবললিত মোহন গোস্বামীর শ্রীপাটে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অঙ্গনে ষোল বৎসরের বালক নন্দকিশোর প্রথম কীর্ত্তন গান করেন। প্রথম সন ১৩৩৩ সাল নন্দকিশোরের বয়স যখন সাতাশ বৎসর তিনি দল লইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে গান করিতে গেলেন। প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণ গোপাল গোস্বামীর বাড়ীতে। এই তার প্রথম গান। প্রথম গানেই তখনকার দিনেই সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাবগবত তত্ত্ববেত্তা প্রাণগোপাল অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এবং পণ্ডিত মণ্ডলী লইয়া নন্দকিশোরকে লীলাগীতি সুধাকর উপাধি দান করেন। ভুবনেশ্বর সাধু প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দ বাড়ীতে নন্দকিশোরের গান শুনিয়া দেশ বিদেশের বহু লোক পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। নন্দকিশোর এখন বাঙ্গলার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গান করিতে গিয়া তিনি বহু বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়াছেন। দিল্লি শহরেও গানে তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়া ছিলেন। কলিকাতায় সর্ব্ব এই নন্দকিশোর পরিচিত। সুমিষ্ট কণ্ঠ পরিবেশনের

পরিপাট্য তাল মানে সাবলীল অধিকার পদাবলীর উচ্চারণ মাধুর্য্য ববং রসবোধ তাঁহাকে কীর্ত্তণীয়া মহলে তাঁকে উচ্চ স্থান দিয়াছে।

—০

কীর্ত্তনীয়া শ্রীরথীন ঘোষ

বিখ্যাত কীর্ত্তন গায়ক শ্রীরথিন্দ্র নাথ ঘোষ যেন কীর্ত্তন গাইবার জন্যই জন্ম গ্রহন করিয়াছেন। পিতা ৺বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় অকস্মিক ভাবে শ্রীরাধা কৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। এক জন লোক এই অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত বিগ্রহ দুটী বিক্রয় করিতে আনিয়াছিলেন। তিনি মুর্ত্তি দুটী কিনিয়া পত্নী শ্রীধানাপানী হাতেদেন ধানাপানী মুর্ত্তি যুগলের পাদ পদ্মে চন্দনের প্রলেপ দেখিয়া বুঝিতে পারবেন যে ইহা কাহার ও পুজিত বিগ্রহ। স্বামীকে এই কথা জানাইলে বীরেন্দ্রনাথ মুর্ত্তি দুটী স্বগৃহে প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক নিত্য পূজার ব্যবস্থা করেন। নামকরণ করেন শ্রীরাধারমন। বীরেন্দ্রনাথ নাই কিন্তু রথিন্দ্র জননীর নিষ্ঠায় ভক্তিতে ও আদর যত্নে বিগ্রহ যুগল আজিও পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। রথিন্দ্রনাথ এই পরিবেশেই করিয়াছিলেন সন ১৩২৮ সালে ১৬ই আশ্বিন মহালয়ার পুণ্যদিনে। এই বাতাবরণেই রথিন্দ্রনাথ লালিত হইয়াছেন।

বাংলায় বার মাসে তের পার্ব্বণ বিভিন্ন পর্ব্বদিনে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে লীলা কীর্ত্তন হইত। রথীন্দ্রনাথ আগ্রজের সঙ্গে তাহা শুনিতেন। মন্তাবাবুর গান শুনিয়া শুনিয়া নয় দশ বৎসরের বালক পিতৃ দত্ত একটী ছোট হারমোনিয়ামে তাহা অভ্যাস করিতেন। মন্তাবাবু গ্রামোফোন খ্যাত এম এন ঘোষ তাঁর দিদিকে গান শিক্ষা দিতে আসিতেন। বালকের গান শুনিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন।

বালকের গানের হাতে খড়ি হইল মন্তাবাবুর নিকট। বীরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সঙ্গে কনিষ্ঠ রথিন্দ্রের মন্তাবাবুর নিকট গান শিখিবার

ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সের রথিন্দ্রনাথ শৈলেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট শিখিতে লাগিলেন বেহালা, খেয়াল, ঠুংরী টপ্পা। সেই সঙ্গে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাতে তবলাও শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পরে শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য্য রথিনকে পাখোয়াজও শিক্ষা দিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশ্র রথিনকে প্রায় বৎসরকাল ধরিয়া গান শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার তবলা শিক্ষা সমাপ্ত হয় বিখ্যাত তবলা বাদল ওস্তাদ কেরামউল্লা খাঁর নিকট। রথিনের বয়স তখন ১৫ বৎসর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অনেকের মত বোমার ভয়ে বীরেন্দ্রনাথ ও সপরিবারে কলিকাতা ছাড়িয়া যান এবং নবদ্বীপে আশ্রয় (শিবা) পশুপতির জ্যেষ্ঠপুত্র একই কারণে নবদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রথিন্দ্র এই সুযোগ গ্রহণ করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই মধুপুরে রথিনের পিতৃ বিয়োগ ঘটে। পিতার পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদনের পর রথিন্দ্রনাথ সপরিবারে দারজিলিং চলিয়া যান। দার্জিলিঙে গিয়া দিন যেন কাটিতে চাহে না। কয়েক জন বন্ধুর পরামর্শে স্থির হইল কলিকাতা হইতে দুই জন গায়ককে আনিতে পারিলে দিন কাটাইবার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। রথিনকে এখন তবলা বাজাইবার নেশায় ধরিয়াছে। পিতৃশোক তুলিবার জন্য তিনি এই একটা নেশাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গতের সঙ্গে সঙ্গীতে লয় রাখিতে পারে দার্জিলিঙে সে সময় তেমন গায়ক কেহ ছিলেন না। বন্ধুরা চাঁদা তুলিয়া (শিব) পশুপতির কনিষ্ঠ পুত্র বিষ্ণু মিত্র শ্রীসুখেন্দু গোস্বামী ও ওস্তাদ মোস্তাক আলি খাঁকে দার্জিলিঙে উপস্থিত করিলেন। পালা করিয়া এক একদিন একজনের বাড়ীতে সঙ্গিতের বৈঠক বসিতে লাগিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভ্রাতুস্পুত্রি মায়া বসু এই বৈঠকের নিয়মিত শোত্রি ছিলেন। একদিন হ্যাণ্ডলক ডিলার তাঁর বাড়ীতে বৈঠক। তিনি বলিলেন দেখ রোজ রোজ এ সব গান ভাল লাগে না। তোমরা কেহ কীর্ত্তন গাহিতে জান ? রথিন বলিলেন আমি জানি; রথিন গাহিলেন চটকী তালের পদাবলী রেকর্ড শুনিয়া শেখা কৃষ্ণচন্দ্র দে পালা কীর্ত্তন ওয়ালী প্রভৃতির সুরের গান। সেই হইল রথীন্দ্রনাথের

বর্ণ পরিচয়। দুই একদিন পরে মায়া বসুর অনুরোধে কীর্ত্তনের মূল গায়কদের মত তিনি দাঁড়াইয়া গান করেন। অতঃপর পিতার পরলোক গমনের বৎসরান্তে সপিণ্ড করণ উপলক্ষে কীর্ত্তণীয়া রেণুপদ অধিকারীকে রথিন্দ্রনাথ দার্জিলিঙে লইয়া যান রেণুপদ তিন দিন মাত্র ছিলেন। এই তিন দিনেই তাঁহার নিকট রথিন্দ্রনাথ নৌকা বিলাস ও মাথুর পালা শিক্ষা করেন। দার্জিলিঙে তিনি বহু বৈঠকে এই দুটী পালাগান তিনি করিয়া ছিলেন। কলিকাতা ফিরিয়া রেণুপদ অধিকারীর নিকট কীর্ত্তন ও সুখন্দু গোস্বামীর নিকট মার্গ সঙ্গীত শিক্ষা চলিতে লাগিল।

তার পর একদিন আসিল শুভ সুযোগ। সন ১৩৪৮ সালে বাড়ের স্বনাম ধন্য কীর্ত্তন গায়ক শ্রীনন্দকিশোর দাস লীলাগীতি সুধাকর কলিকাতায় কীর্ত্তন গাহিতে আসিলেন। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রভু-পাদ প্রান গোপাল গোস্বামীর পুত্র বহুগোপালের জামাতা রথিন্দ্রনাথের ময়দাকলের সরকারী পরিদর্শক শ্রীসুধাকর সরখেল রথিনকে বলিলেন চলুন নন্দকিশোরের কীর্ত্তন শুনিয়া আসি। রথিন ঘোষ তখনও নন্দকিশোরের নাম পর্য্যন্ত জানিতেন না। সরখেলের নির্বন্ধতিলয্যে রথিন্দ্রনাথ গান শুনিলেন শুনিয়াই বুঝিলেন এই গানের ধারা পৃথক। ইহা বাংলার এক অপূর্ব্ব সম্পদ। ইহা তাঁহার শেখা চটুল গান নহে। পর পর দুইদিন গান শুনিয়া তিনি নন্দকিশোরকে যথা যোগ্য দক্ষিনা দিবার প্রতি শ্রুতিতে নিজ বাড়ীতে দুইদিন গানের আমন্ত্রন জানাইলেন। ইহার পর আরও তিন চারিদিন নন্দকিশোরের গান শুনিয়া তাঁহাকে তিনি কীর্ত্তন শিক্ষার গুরুপদে বরণ করেন। নন্দকিশোরের নিকট কয়েকটী পালাগান শিখিয়া তিনি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন আর কাহার নিকট কীর্ত্তন গান শিক্ষা করা যায়। শ্রীবৃন্দাবনের তিনি নিত্যলীলা প্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীগৌরগোপাল ভাগবত ভুষণ হাওড়ায় আসিয়া বাস করিলে রথিন্দ্রনাথ তাঁহার নিকটে কয়েকটি গানশিক্ষা করেন। পরে বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া রাম ও হরি দুই ভাইয়ের মধ্যে হরির নিকট এবং বড় মূল গায়েন রসিক দাসের পুত্র রাধা-শ্যামের নিকট দুচারটি গান শিখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। পরলোকগত

সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কিছুদিন ধরিয়া রথিনকে নিয়মিত কীর্ত্তন শিক্ষা দিয়াছিলেন। স্বনাম ধন্য সধামগত যামিনী ভূষণ মুখপাধ্যায়ের তিনি দুই চারিটি পদ শিখিয়াছেন। সুবিখ্যাত কীর্ত্তন গায়ক নিত্য ধামগত অবধুত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র পঞ্চানন দাসকে তিনি নিজ বাড়ীতে রাখিয়া প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া কীর্ত্তনে বহুপদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। কীর্ত্তন শিখিতে গিয়া রথিন্দ্রনাথ বুঝিতে পারেন বাংলার কীর্ত্তনীয়াগণ কর্ম্মসিদ্ধ। তাঁহার গুরুমুখে গান শিখিয়াছেন। গান পরিবেশনের সময় বুঝিতে পারেন না কি অপূর্ব্ব রসাবেশে শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ করে তাঁহাদের গান। কিন্তু সর-গ্রাম অভ্যাস না থাকায় বিশুদ্ধ সরলাপ হইতে যেন মাঝে স্থানচুত্য হইয়া পরেন। অথচ পদাবলীর অনেক পদের উপর ও অনেক রাগ ও তাল লেখা আছে। শ্রীলনরোত্তম ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনে তানসেনের সঙ্গীতে গুরু শ্রীল হরিদাস স্বামীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত লীলাগান কখনও বেতালা বেসুরো হইতে পারেনা বহু কীর্ত্তনীয়া-গন তালের দিকে দক্ষতার পরিচয়দেন কিন্তু গান গাহিবার সময় পদ ঠিক রাখিতে পারেন না। এই জন্য রথিন্দ্রনাথ কীর্ত্তন লইয়া সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি চেষ্টা করিতেছেন প্রভাতের গান খণ্ডিতা, কুঞ্জভঙ্গ, গোষ্ঠলীলা প্রভৃতি প্রভাতে উপযোগী সুরেই গহিবেন। উত্তর গোষ্ঠ বৈকালিক সুরেই গাহিবেন বা হইবে। অবশ্য রাত্রি কালের গানে সকল সময়োচিত সুর সংযোগ করা যায় না এবং তাহাতে দোষ হয় না। কারন সঙ্গীত শাস্ত্র বলিতেছেন 'রঙ্গ ভুমৌ' নুপাতওয়োং কাল দোষান বিদ্যতে। আমরা আশা করি এই নিরলস সাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটিবে। সুমিষ্ট বিশ্লেষন কণ্ঠ বিশুদ্ধ সুর তালের দিকে সতর্ক দৃষ্টি পদাবলীর অন্ত-নিহিত সৌন্দর্য্য এবং বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ব্যখ্যায় ও লীলাগনের রস পর্য্যায় অনুসারেন নিষ্ঠা সেই সঙ্গে আখরের পরিপাটৎ রথিন্দ্রনাথকে স্বনাম প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁকে শতায়ু করিয়া তুলুন। এবং দান করুন। কয়েকটি ছায়াচিত্রেও তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন।

প্রসঙ্গ ক্রমে বৃন্দাবনলীলা, নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্যেরি তালে, তালে, ও মিশেম চৌধুরী নদের নিমাই, শেষ চিহ্ন, রাধা কৃষ্ণ, রূপ সনাতন মহাতীর্থ কালীঘাট প্রভৃতির নাম করিতে পারি। রথিন্দ্রনাথ একজন বিখ্যাত রেডিও গায়ক। প্রাচীন সঙ্গীত শ্যামা সঙ্গীতে, আধুনিক সঙ্গীত প্রভৃতির সুরকার ও গায়ক। রূপেও তাঁর সুনাম আছে। তিনি কীর্ত্তন গান গাহিতে গিয়া নানা স্থান হইতে বহু উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কীর্ত্তণীয়া শ্রীকৃষ্ণদয়াল চন্দ

কৃষ্ণদয়াল চন্দ—আবির্ভাব সন ১২০১ সাল। তিরোধান—১২৮৮ সাল। মুর্শিদাবাদ জেলার সমৃদ্ধ জনপদ পাঁচথুপি। বহু সাধু ভক্ত পণ্ডিত এবং ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি আপন আপন কীর্ত্তি গৌরবে রাঢ়ে এই জনপদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ চন্দ এই পাঁচথুপির অন্যতম অলঙ্কার। জাতিতে সুবর্ণ বনিক পিতার নাম দীনবন্ধু চন্দ। কৃষ্ণদয়াল সাধারণের নিকট চাঁদজী নামে পরিচিত ছিলেন ভক্তরা বলিতেন চাঁদজী মহাশয়। অপরাপর বালকের সঙ্গে পাঁচথুপির পাঠশালাতেই চন্দজি মহাশয়ের হাতে খড়ি হয়। কৈশোরে মুনিয়া ডিহির সনামখ্যাত রামকৃষ্ণ পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চতুস্পাঠিতে প্রবিষ্ট হন। এই উদার ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদয়ালকে অকপটে শিক্ষা দান করেন। কৃষ্ণদয়াল ব্যাকরণ কাব্য ও অলঙ্কারে কৃতিত্ব অর্জন পূর্ব্বক অধ্যয়ণ করিতে থাকেন শ্রীমদ্ ভাগবতের বিশেষজ্ঞ রূপে পরিচিত হন। বীরভূমের দুনোবড়া গ্রামে সেকালে একজন দিগ্বজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। নাম রামসুন্দর তর্কবাগিশ। এই দুর্দ্ধর্ষ পণ্ডিত কৃষ্ণদয়ালের বিদ্যাবস্থায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহন করেন। শ্রীমন মহাপ্রভুর সমকালে সমগ্র রাঢ়দেশ পদাবলী কীর্ত্তনে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। রাঢ়দেশেই কীর্ত্তনের মনোহরসাহী সুরের সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রীখণ্ড কান্দরা ও ময়না ডালের নাম মনোহর সাহী সুরের সঙ্গে অমর

হইয়া আছে। পরবর্ত্তী বীরভূমের ইলামবাজার মুলুক প্রভৃতি গ্রামে মনোহর শাহী কীর্ত্তনের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। পাঁচথুপির কৃষ্ণহরি হাজ। মনোহর সাহী সুরের একজন সুবিখ্যাত কীর্ত্তন গায়ক ছিলেন। কৃষ্ণহরির কীর্ত্তনের দল ছিল না ইনি ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। কৃষ্ণদয়াল কৃষ্ণহরির কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। বিষয়ী সজ্জনগণের এবং বন্ধু বান্ধবদের অনুরোধে চাঁদজি যেমন শ্রীমদভাগবত পাঠ করিতেন তেমনি কীর্ত্তন গানও করিতেন। চাঁন্দজি মনোহর সাহী সুরের একজন দেশ বিখ্যাত কীর্ত্তণীয়া রূপে ধনী দরিদ্র, মুর্খ পণ্ডিত আচণ্ডাল নরনারীর শ্রদ্ধা অর্জন করেন। দেশ বিদেশের বহু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ এবং অপরাপর জাতির শিক্ষার্থিরা তাঁহার নিকটে কীর্ত্তন শিক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত বংশাবতংস প্রভুপাদ শ্রীনীলমনি গোস্বামী শ্রীধাম বৃন্দাবন বাস করিয়া ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার অনন্য সাধারণ অধিকার ছিল। সুপণ্ডিত রসিক ভাবুক এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম ব্যাখ্যাতারূপে ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে পরম আদরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। অদ্বৈত দাস বৃন্দাবনে গমন করিলে নীলমনি প্রভু তাঁহাকে কীর্ত্তন শিখিবার জন্য রাঢ়দেশে পাঁচথুপিতে কৃষ্ণদয়াল চন্দের নিকট পাঠাইয়া দেন। অদ্বৈত দাস কয়েক বারই পাঁচথুপিতে আসিয়াছেন এবং এক একবার মাসাবধি কাল থাকিয়া কীর্ত্তন শিক্ষা করিয়া গিয়াছেন। নীলমনি প্রভু সুকবি ও সুগায়ক ছিলেন। তিনি অদ্বৈত দাসের নিকট কীর্ত্তন শিক্ষা করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের পূর্ব্বে তিনি স্বরচিত সংস্কৃত পদ গান করিয়া পাঠ আরম্ভ করিতেন। পাঠের মাঝে মাঝে দুই একটা বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পদও গাহিতেন। একদিন শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীল নীলমণি প্রভু শ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছিল। শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণানুরাগের পরিচয় প্রসঙ্গে এই পদটি গান করিলেন —

রূপে ভরল দিঠি, স্তওরি পরশ মিঠি, পুলক না তেজই অঙ্গ।
মধুর মুরলীরবে, শ্রুতি পরি পুরল, আনশুনে আন পরসঙ্গ॥

পাঠ শেষে একা জন প্রবীন বৈষ্ণব নীলমনি প্রভুর পাদ বন্দনাপূর্ব্বক

বলিলেন "প্রভু আমি মুর্খ, আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা কথা কি বলিব, জীবন ধন্য হইয়া গেল। আর এই পদাবলী গান"—নীলমনি প্রভু বৈষ্ণবকে কোন কথা বলিতে না দিয়া উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন—মহাশয়-এ আমাদের চাঁদজীর ঘড়ের গান। বৈষ্ণব পুনরায় পাদ বন্দনাপূর্ব্বক অত্যন্ত-দীন ভাবে স-সঙ্কোচে নিবেদন করিলেন এই অধমের নাম কৃষ্ণদয়াল চন্দ। নীলমনি প্রভু ব্যাসাসন হইতে নামিয়া সসম্ভ্রমে চাঁদজীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিলেন। চান্দজী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন সেই মাত্র। সেই দিন কাহাকেও কোন পরিচয় দেন নাই। আর দৈবক্রমে পণ্ডিত বাবাজী সে সময় শ্রীধামে উপস্থিত ছিলেন না। বলাবাহুল্য চন্দজীকে শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদন মোহন মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও লীলা কীর্ত্তন শুনাইতে হইয়াছিল। কৃষ্ণদয়াল চন্দ আপন চরিত্র গৌরব এবং বৈষ্ণবোচিত আচার ব্যবহারে ও বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে রাঢ়দেশে এক নব ভাবের জোয়ার আনিয়াছিলেন। বহু ছাত্র তাঁহার নিকট কীর্ত্তন শিখিয়া জীবিকার সংস্থান ও সুযশ লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁর অন্যতম প্রধান ছাত্র অদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাজী। পণ্ডিত বাবাজীর নিকট কীর্ত্তন শিখিয়া যাঁরা চাঁদজীর ধারা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন তার মধ্যে নীলমনি প্রভুর সুযোগ্য পুত্র প্রভুপাদ গৌর গোপাল ভাগবত ভূষণ, শ্রীল গদাধর দাস বাবাজী, শ্রীত্রিভঙ্গ দাস ও শ্রীভক্তিভূষণ দাস বাবাজী এবং শ্রীনবদ্বীপ দাস বাবাজী, শ্রীত্রিভঙ্গ দাস ও শ্রীভক্তিভূষণ দাস বাবাজী এবং শ্রীনবদ্বীপ ব্রজবাসীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাঁরা সকলেই সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

কীর্ত্তনীয়া নিমাই চক্রবর্ত্তী

পায়রের বড় বাড়ীর পরমানন্দ গোস্বামী দৌহিত্র নিমাই চক্রবর্ত্তী বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। মাতামহের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ণ ও কীর্ত্তন গান শিক্ষা করিয়া তিনি সারা বাঙ্গলায় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। ইলাম বাজারের বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি—নিমাই চাঁদের বাজলো খোল তাঁতি জাতি চরকা তোল। ইলাম বাজার অঞ্চলে বহু তাঁতির বাস ছিল। নিমাই চক্রবর্ত্তী দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন ইলাম বাজারেই একটি পাড়া ভগবতী বাজারে। শ্বশুরালয়ের সম্পত্তি পাইয়া তিনি ভগবতী বাজারে আসিয়া বাস করেন। নিমাইয়ের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র দীনদয়াল। দীনদয়ালও কীর্ত্তন গানে খ্যাতি অর্জন করেন। দীনদয়ালের পুত্রের নাম মনোহর চক্রবর্ত্তী। কীর্ত্তন গানের নৈপুন্যে ইনি পিতা পিতামহকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। ১২২৪ সালে মনোহরের জন্ম হয়। মনোহর পিতার নিকট শিক্ষা শুরু করিয়া কান্দরার ঠাকুর বাড়িতে শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন সেকালের বাঙ্গলার সর্বশ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গ বাদক জটেকৃষ্ণ মনোহরের ডাহিনের বাদক ছিলেন। কীর্ত্তণীয়া গনেশ দাস কৈশোরে মনোহরের কীর্ত্তণ শুনিয়াছিলেন। মনোহর দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর রূপার করতাল ছিল। তাতে পাঁচ রঙের থোপনা ঝুলিত। উত্তরীয় চাদরখানি তিনি কোমরে বাঁন্ধিতেন না। চাদর তাঁর বক্ষের উপর ঢেড়ার চিহ্ন আঁকিয়া দুই স্কন্ধ বাহিয়া পিঠের দিকে ঝুলিয়া থাকিত। মেরো কোঙার পুরের হারাধন সুত্রধর প্রভৃতি প্রধান কীর্ত্তণীয়াগণ মনোহরকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং রসিক দাস, বেণী দাস প্রভৃতি তরুনেরা তাঁকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন। দীনদয়ালের সহোদর ভ্রাতা আনন্দ চাঁদ ও বেণী মাধব ও দীনদয়ালের দোহারি করিতেন। নিমাইয়ের দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান দীনদয়ালের বৈত্রেয় ভ্রাতার নাম উদয় চান্দ। উদয়চান্দ পৃথক সম্প্রদায় গঠন পূর্ব্বক কীর্ত্তন গানে প্রায় পিতার মত খ্যাতি অর্জন করিয়া ছিলেন। শুনিয়াছি দীনদয়াল অপেক্ষাও তাঁর গানের খ্যাতি ছিল। উদয়চাঁদের পুত্র অখিল। অখিলেরও কীর্ত্তনের প্রশংসা শুনিয়াছি। তবে

মনোহরের সুযশের প্রভায় অখিলের নাম ঢাকা পড়িয়াছিল। মনোহরের জীবদ্দশাতেই অখিলের লোকান্তরিতা ঘটে। মনোহরের তিরোধানের অল্পদিন পরেই নবীন পরলোক গমন করেন। তিনি অধিক দিন দল চালাইতে পারেন নাই। নবীনের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ গৌর কনিষ্ঠ কেশব। জটে কুঞ্জের শিষ্য। খ্যাতনামা মৃদঙ্গ বাদক নিকুঞ্জ মাইতি কেশবকে কীর্ত্তন শিক্ষা দিয়া দল গঠন করেন। বড় বংশের সন্তান বলিয়া সকলেই কেশবকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে জয়দেব কেন্দুবিল্বের মেলায় পৌষ সংক্রান্তির তিন দিন হইতে শ্রীরাধাবিনোদের আঙ্গিনায় লীলা কীর্ত্তন গান গাহিতেন। ধুলোটের দিন মহান্ত মহারাজ মূল গায়ককে একখণ্ড উড়ণী বস্ত্র গায়কের মাথায় বাঁধিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। কেশব পর্য্যন্ত এই ধারা বাজায় ছিল। কেশব কুরমিঠা গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের অল্পদিন পরেই কেশবের পরলোকান্ত ঘটে।

শ্রীঅদ্বৈত দাস (পণ্ডিত বাবাজী)

জন্ম ১২৪৪ সাল। জাতি বারেন্দ্র কায়স্থ। জন্মস্থান পাবনা জেলার উল্লাপাড়া ষ্টেশনের নিকটস্থ একটি গ্রামে। শৈশবেই পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাঁকে প্রতিপালন করেন। বাংলা ও পার্শি ভাষায় সামান্য শিক্ষা করিয়া স্থানীয় এক জমীদার বাড়ীতে চাকুরী লইয়াছিলেন। সেই সময়ে পাবনা জেলাতেই তাঁর বিবাহ হয় পত্নীর নাম ব্রজসুন্দরী। এই সময়ে ব্রজকিশোর চাকুরী ছাড়িয়া এবং পত্নীকে ত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় চলিয়া গেলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ কোন গোস্বামী সন্তানের উপদেশে তিনি চৈতন্যচরিতামৃত পাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পাঠ করেন কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারেন না। কাটোয়ায় আসিয়া হরিনামামৃত ব্যাকারণ পাঠের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে

জনৈক আচার্য্য সন্তান তাঁকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন কেহ কেহ বলেন তিনি ভেকাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই নাম পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল। যে জন্যই হোক দীক্ষা গ্রহণের পর ব্রজকিশোরের নাম হয় অদ্বৈত দাস। ব্যাকারণ পাঠ শেষ হইলে তিনি কাটোয়া হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে অবস্থান পূর্ব্বক অদ্বৈত দাস সাধন ভজন করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীঅদ্বৈত কুলভূষণ প্রভুপাদ নীলমণি গোস্বামী মহোদয়ের নিকট অদ্বৈত দাস কিছুদিন শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অধ্যয়ণ করিয়াছিলেন। নীলমনি প্রভু সুগায়ক ছিলেন লীলা কীর্ত্তনে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। অদ্বৈত দাস কীর্ত্তন শিখিতে উৎসুক জানিয়া নীলমণি প্রভু তাঁকে রাঢ়দেশে পাঠাইয়া দেন। অদ্বৈত দাস নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব এই জন্য তাঁর বাঙ্গলায় যাতায়াতের ব্যায় ভার নীলমণি প্রভুই বহন করিতেন। সে সময় রাঢ়দেশে পাঁচথুপিতে স্বনামধন্য কীর্ত্তনাচার্য্য কৃষ্ণদয়াল চন্দ বর্ত্তমান ছিলেন। চন্দজীর অসাধারণ খ্যাতি শ্রীমদ্ভাগবত উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে। শ্রীমদ্ভাগবত উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে চন্দজীর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। সে সময় লীলাকীর্ত্তনের তিনি একজন স্বনামধন্য গায়ক ও শিক্ষাদাতা।

চন্দজীর নিকটেই কীর্ত্তন গান শিক্ষা করিয়াছিলেন। কান্দির খ্যাতনামা কীর্তনাচার্য্য দামোদর কুণ্ডুও তাঁর অন্যতম শিক্ষাগুরু। শুনিয়াছি ময়না ডালের সুধাকৃষ্ণ মিত্র ঠাকুরও অদ্বৈত দাসকে সযত্নে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অদ্বৈত দাস এক একবার শ্রীবৃন্দাবন রাঢ়ে আসিতেন; কয়েক মাস থাকিয়া সঙ্গীত শিক্ষা পূর্ব্বক পুনঃ শ্রীধাম ফিরিয়া যাইতেন। যে যে গান রাঢ়ে শিখিতেন সেই সেই গান শ্রীধামে ফিরিয়া নীলমণি প্রভুকে শিখাইতেন। রাঢ়দেশ হইতে একবার পুরীধামে গমন করিয়া ছিলেন। কীর্ত্তন শিক্ষা সমাপ্ত দীক্ষা গুরুর সহিত সাখ্যাত এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে কীর্ত্তন গাহিবার অভিপ্রায়ে অদ্বৈত দাস কাটোয়ায় আসিলে পত্নী ব্রজসুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে। ব্রজসুন্দরী মাতাও ভ্রাতা রামলাল গুনকে লইয়া পতির অনুসন্ধানে রাঢ়দেশে আসিয়াছিল।

গুরুর আদেশে কাটোয়ার বৈষ্ণব মণ্ডলীর অনুরোধে অদ্বৈত দাস পত্নীকে গ্রহণ করিলেন। সস্ত্রীক অদ্বৈত দাস কাটোয়া হইতে নবদ্বীপে আসিয়া গোরাচাঁদের আখরায় বাস করিতে থাকেন। শ্রীবৃন্দাবনেই তাঁহার পণ্ডিত বাবা নামে খ্যাতি রটিয়াছিল। নবদ্বীপেও তাঁহার গুন মুগ্ধ ভক্ত অভাব ঘটিল না। সুতরাং ব্রজসুন্দরীর সন্তান সম্ভাবনা হইলে ভক্তগণ একখানি বাড়ী খরিদ করিয়াছিলেন। অদ্বৈত দাস স্ত্রী ও কয়েক মাসের কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া সহ সেই বাড়ীতে আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে থাকাকালে কীর্ত্তন গান করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিতেন। নয় বৎসর সময় কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়ার বিবাহ হয়। কন্যার বিবাহের পর অদ্বৈত দাস কাশিম বাজারের বদান্য মহারাজা মণিন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের কীর্ত্তনের টোলে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর পরে পাবনার ভড়াসের জমিদার রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের অনুরোধে তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। রাজর্ষির কুঞ্জে তিনি নিয়মিত কীর্ত্তন গান করিতেন সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থিগণকে শিক্ষা দান করিতেন। ১৩২০ সালে ব্রজসুন্দরী দেহরক্ষা করেন। ১৩২৮ সালে কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়ার মৃত্যু হয়। পত্নীর দেহ ত্যাগের পরে পণ্ডিত বাবাজী কন্যার নিকটে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। কন্যা লোকান্তরিতা হইলে পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরিয়া যান ১৩৩৭ সালে এই স্বনামধন্য সুপণ্ডিত এবং রসজ্ঞ গায়ক নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। বহু ছাত্র তাঁর নিকট সুযোগ লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। স্বনাম ধন্য সাহিত্য সেবক বা সাধক ডক্টর ৺বিমান বিহারী মজুমদার পণ্ডিত বাবাজীর দৌহিত্র।

প্রয়াত কীর্ত্তনীয়া শ্রীগণেশ দাস

নদীয়া জেলায় ধাওয়াপাড়া গ্রাম। এই গ্রামে নয়নানন্দ দাসের পূর্ব্ব পুরুষ মুর্শিদাবাদের নবাব দরবার হইতে মণ্ডল উপাধি প্রাপ্ত হন। নয়নের পুত্রের নাম আনন্দ। পৌত্র শালগ্রাম বাল্যে বড় দুর্দান্ত ছিলেন। লোকের গাছে চড়িয়া ফল পাড়িয়া আনিতেন। পাখীর ছানা ধরিতেন। আবার মাঝে মাঝে গাছের ডালে বসিয়া গলা ছাড়িয়া গান করিতেন। একদিন এক সন্ন্যাসী দূর হইতে তার গলা শুনিয়া তাহাকে আশ্রমে লইয়া যান। দূরে রাখিয়া লীলাকীর্ত্তনের রূপ, গোষ্ঠ, দান, কলহান্তরিতা ও মাথুর এই পাঁচ পালা গান শিক্ষা দেন। এদিকে বাড়িতে মহা দুর্ভাবনা। ধাওয়াপাড়ার চারিদিকেই নিবিড় জঙ্গল ছিল। জঙ্গলে বাঘের ভয় ছিল। নানা স্থানে খোঁজ করিয়া সকলেই যখন আশা ত্যাগ করিয়াছে, এমনি সময় একদিন বাড়ি ফিরিয়া শালগ্রাম সকলকে জানাইলেন আমি কীর্ত্তন শিখিয়া আসিয়াছি। সন্ধ্যায় সকলকেই গান শুনাইলেন এবং দুইচারি-দিনের মধ্যেই তিনি একটি কীর্ত্তনের দল বাঁধিয়া ফেলিলেন। দল চলিতে লাগিল। একদিন বাড়ুইপাড়ার শালগ্রাম বিশ্বাসের পিতার শ্রাদ্ধে গান করিতে গিয়া উভয়ের একই নাম বলিয়া তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইয়া আসিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে জ্ঞাতি বিরোধে বিভক্ত হইয়া শালগ্রামের পিতা আনন্দরাম তার পুত্রের বন্ধু উক্ত শালগ্রাম বিশ্বাসের নিকট গিয়া বাসা বাড়ির বন্দোবস্ত করেন এবং বাড়ুইপাড়ায় উঠিয়া যান। তদবধি তাঁহারা বাড়ুইপাড়ার অধিবাসী। শালগ্রামের পাঁচ পুত্র। জ্যৈষ্ঠ কানাই গান শিখিয়া মূল কর্ত্তা বা গায়ক হন। তৃতীয় শ্রীদাম শিরদোহার ও চতুর্থ সুবল মৃদঙ্গ বাদক হইয়া দল গঠন করেন। সুবলের পুত্র মহেশ। মহেশ প্রথমে বাজনা শিখিয়া পরে গান শেখেন এবং মূল গায়ক হইয়া দল চালাইতে থাকেন। মহেশের পুত্র গণেশ দাস। ১২৬৭ সালে ৬ই অগ্রহায়ণ গণেশ দাস ভূমিষ্ঠ হন। বাছরা গ্রামের দীনবন্ধু দাস একজন নামকরা কীর্ত্তণীয়া ছিলেন। গণেশ এই দলে দোহারি করিতেন। ৭/৮ বৎসরের বালক গ্রামের যাত্রার দলে গান

লিখিত। পরে পিতার নিকট দুই একটি গানও শিখিয়া ছিলেন। দীনবন্ধুর দলে খোল বাজাইয়াছেন। মানিক হারের বনমালী দাস। কীর্ত্তনের দলে তাঁহার দোহার বাজিয়েদের এক পোয়া দেড়টা এই রকমের বৈচিত্র পূর্ণ অংশ নির্দিষ্ট আছে। দক্ষিনার টাকার এইরূপ একটা অংশ মুল গায়কের লইতে হয়। দীনবন্ধু আপন পুত্রকে অধিক অংশ দিলে বনমালী দাস প্রতিবাদ করেন। তিনি দীনন্ধুকে বলেন তোমার পুত্র অপেক্ষা গণেশের গলা ভাল। গনেশ পরিশ্রম করে খুব সুতরাং তোমার পুত্রের অপেক্ষা গণেশেরই বেশী অংশ প্রাপ্য। দীনবন্ধু এই প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইয়া দল বনমালী ত্যাগ করেন। এবং গণেশকে নিজ বাড়িতে লইয়া আসেন। পুত্র শচীনন্দনের সঙ্গে অতি যত্নেই গণেশকে কীর্ত্তণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। গণেশ কিছুদিন শচীনন্দনের দলে দোহারি করিয় ছিলেন। কোন গ্রামে শচীনন্দন গান করিতে গেলে শচীনন্দন ও গণেশকে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়া গান শুন ইয়া আসিতে হইত। ১২৭৯ সালে ১০ই চৈত্র গণেশের মাতা পরলোক গমন করেন। ১২৮১ সালে গুরু বনমালী দাসের গোলোক প্রাপ্তি ঘটে। গণেশ বাড়ি ফিরিয়া কীর্ত্তনের দল গঠনে উদ্যোগী হন। গণেশ দাস শ্রীধাম নবদ্বীপের বড় আখরায় গান করিতে আসিলেন। কলিকাতার মাধবদাসের প্রবর্ত্তিত গানের ব্যবস্থা তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভাগ্যকুলের কুণ্ড বাবুরা বড় আখড়ার ব্যয় ভার বহন করিতেছেন। বড় আখড়ার মহান্ত কমল দাসের সহিত মতান্তর হওয়ায় কীর্ত্তনীয়া বেনীদাস বড় ছাড়িয়া লছমন দাসের আখড়ায় শ্রীবাস অঙ্গনে গানে করিতে গিয়াছেন। এই জন্য বড় আখড়ায় গণেশের বায়না হইয়াছে। মান্দারবাটীর বিপিন দাস ইলাম বাজারের মনোহর চক্রবর্ত্তী সোনারুন্দির চাঁদ বনোয়ারী মানকরের নন্দ দাস নবদ্বীপের হরিদাস তাঁতিপাড়ার নিতাই দাস দক্ষীণ খণ্ডের রসিক দাস বাসুদেবপুরে বেনীদাস প্রভৃতি কীর্ত্তনীয়াগণের নবদ্বীপে তখন খুব নাম গনেশ দাস করিলেন শ্রেত্রিগনের নিকট প্রশংসা হইল। নবদ্বীপে গণেশের বাঁধা আসর হইয়া গেল। নবদ্বীপেই রসিক দাস গণেশকে ধর্ম্ম পুত্র রূপে গ্রহন করেন। গণেশের বয়স যখন ১৯ বৎরর সেই সময় তাঁর পিতৃ বিয়োগ ঘটে। পিতৃ বিয়োগের পর গণেশ নবদ্বীপে গান করিতে

আসিলেন। তাঁর গান শুনিয়া বেনী দাস তাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রসিকের সহিত গণেশের ধর্ম্মপিতা পুত্র সমবন্ধ শুনিয়া বেনীদাস ও তাঁহাকে পুত্র রূপেই গ্রহন করিলেন। পিতা নাই শিক্ষার পথ বন্ধ হইয়াছে এখন দল ভাঙ্গিয়া দিয়া কিছুদিন গান শিক্ষা করিব গণেশ এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বেনীদাস নিষেধ করিলেন। গণেশ বেনীদাসের গান শুনিতেগিয়া আসরে বসিয়াই গান শিখিয়া আসিতেন। মাঝে মাঝে তিনি দক্ষিণখণ্ডে রসিকের বাড়িতে গিয়াও গান শিখিতেন। তিনি কিছুদিন পণ্ডিত বাবাজীর নিকট শিক্ষা গ্রহন করিয়াছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবন গয়াধাম কাশীধাম যান পুরী সুদূর মণিপুর প্রভৃতি দেশবিদেশের নানা স্থানে গণেশ গান করিয়াছিল। অদ্যাপি ও নরনারী তাঁর কণ্ঠে রাধা গোবিন্দ লীলা কীর্ত্তন শুনিয়া পরম তৃপ্ত হইয়াছেন। গণেশের কণ্ঠ বড় মধুর ছিল। বিশেষ বড় তালের গান গণেশের কাছে শুনি নাই। সাধারণতঃ সাদাসিধা গানই গণেশ গাহিতেন কিন্তু তাঁর স্বমাধুর্য্যে একটি অনাস্বাদিতপূর্ণ চমৎকারীতার সৃষ্টি করিত। যে শুনিত সেই মুগ্ধ হইত। কীর্ত্তনীয়া প্রেমদাসের কণ্ঠ ও সুমিষ্ট ছিল। কিন্তু সে মিষ্টতা পৃথকত্বের এই জাতি ভেদ ভাষায় বুঝানো যায় না। কলিকাতা হইতে ৺পুরীধামে যাইবার পূর্ব্বে প্রভুপাদ বিজয় কৃষ্ণ গণেশের গান শুনিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। প্রভুপাদের তিরোধান উৎসবে কুলদানন্দন ব্রহ্মচারী গণেশের কীর্ত্তনে বাবস্থা করেন। মনীষী বিপিন চন্দ্র ও স্বনামধন্য চিত্তরঞ্জন সেই উৎসবে গণেশের গান শুনিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন গণেশ দাস কে রসা রোডের বাড়িতে লইয়া গিয়া প্রায় একমাস তাঁর গান শুনিয়া ছিলেন। বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার এবং আইসিএসগণ কেহ কেহ অতঃপর চিত্তরঞ্জনের অনুসরনে কীর্ত্তন গান ও পদাবলী সাহিত্যের আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বলিতে গেলে গণেশের গানেই কীর্ত্তনকে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। খালি গা দেখিয়া দেশীয় মেম সাহেবরা যে মুচ্ছা যান না রসা রোডের আসরে সেটা প্রমানিত হইয়া গেল। ১৩৩৪ সালে ৩১শে আশ্বিন রাত্রি আট ঘটিকায় এই মধু কণ্ঠ গায়ক নিত্য ধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

॥ প্রয়াত কীর্ত্তনীয়া ॥

শ্রীমৎ দুলাল চাঁদ গোস্বামী

শ্রীমৎ দুলাল চাঁদ গোস্বামী—আবির্ভাব--স্থান--গ্রাম + পোষ্ট—নস্করপুর থানা—জগৎবল্লভপুর, জেলা—হাওড়া। আবির্ভাব—বাং—১৩১২ সাল ২৯শে মাঘ রবিবার। তিরোধান বাং—১৩৯৯ সাল ৭ই বৈশাখ রবিবার। তিরোধান ও হাওড়া জেলায় আবির্ভাব স্থানে।

মাঝে প্রায় ৩০ বৎসর গ্রাঃ + পোঃ—রাধামোহনপুর, থানা—ডেবরা, জেলা—মেদিনীপুর এই ঠিকানায় বাস করেন শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ করেন।

অত্যন্ত সুগায়ক ছিলেন। শ্রীশ্রীরামলীলা, শ্রীশ্রীগৌরলীলা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণ লীলা অত্যন্ত সুমধুর স্বরে রসাল ভাবে কীর্ত্তন করতেম। শত শত শ্রোতা মুগ্ধচিত্তে তাঁর লীলা কীর্ত্তন শ্রবন করেন। এক এক আসরে একটানা ৭ থেকে ১৪। ১৫ দিন কীর্ত্তন করেছেন। শেষের জীবনে কয়েক বৎসর শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করে অসংখ্য শ্রোতা ভক্তদের কৃপা করে গেছেন। একদিনের কীর্ত্তনের কথা বহু শ্রোতাদের হৃদয়ে গভীর দাগ কেটে আছে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলা পরিবেশন করছেন। "বাল গোপাল সবার অজ্ঞাতে ব্রজগোপীগণের বাড়ি গিয়ে দুষ্টুমী করে কারও গোশালায় বাঁধা বাছুরী ছেড়ে গাভীর দুধ খাইতে দিতে দেন। কারও বাড়ি চাউল, ধান, কলাই সব ঢেলে এক সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। কারও বাড়ির দোলনায় ঘুমন্ত শিশুকে চিমটী জাগিয়ে কাঁদিয়ে দিয়ে সরে পড়তেন। এইরূপে নানাভাবে ব্রজগোপীদের বাড়ি দুষ্টুমী করে বেড়াতেন। যদিও এই দুষ্টুমীতে গোপীদের রাগ না হয়ে বরং মনে আনন্দ পেতেন। তবুও একদিন লীলা শক্তির প্রেরণায় ব্রজগোপীগণ সবাই যুক্তি করি মা যশোদার নিকট নালিশ করতে এসেছেন। গোপাল তখন মা যোশোদার কোলে স্তন পান করছেন।

ব্রজ গোপীগণ তখন মায়ের নিকট গোপালের এই সব দুষ্টুমীর কথা জানাচ্ছেন, তখন গোপাল মাতৃস্তনে চুমুক দিচ্ছেন আর আড়ে আড়ে গোপীদের দেখছেন আর মৃদু মৃদু দুষ্টুমীর হাসি হাঁসছেন। হাঁসির ইঙ্গিতে যেন বুঝতে চাইছেন। ঐ সব দুষ্টুমী করি, তোরা যে ঐ সব করতে আমাকে বাধ্য করিস। তোরা যে আমায় ভুলে যাস্। তাইত ঐ ভাবে তোদের মনোযোগ আহ্বান করি। ঐ সব বাড়া কাজ যখন ঠিক করবি তখনই মনে মনে আমার কথা ভাববি। এই ভাবে কৃষ্ণ কৃপা যে কত তা অনুভব বেদ্য। যদিও ব্রজের সবই নিত্য। তবুও জীবের প্রতি অসীম কৃপা হেতু লীলা শক্তির প্রকাশ।

সেদিনের গানের বাচন ভঙ্গী, স্বর ও সুর লহরী যেন আজও যে কয় জন শ্রোতা বর্তমান আছেন তাঁদের স্মৃতিপটে গভীর ভাবে দাগ কেটে আছে।

—*—

শ্রীসতীশ চন্দ্র আড়ি

সাং—দুবরাজ কুণ্ডু, পোঃ—মহারাজপুর, থানা—ঘাটাল, জেলা—মেদিনীপুর। সম্প্রদায়ের নাম—শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা কীর্ত্তন সম্প্রদায়। ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রায় ৬০ বৎসর লীলা কীর্ত্তন করেন। নৌকা বিলাস, মান, মাথুর, সুবল মিলন ,আয়ন মিলন, রূপ, যোগী মিলন, দস্যু মাধব, কালীয় দমন প্রভৃতি লীলা কীর্ত্তন করিতেন। সতীশ চন্দ্র আড়ি মহাশয়ের পুরুষানুক্রমে কীর্ত্তনীয়া। তাঁর পিতা শশীভূষণ এবং পিতামহ সবাই কীর্ত্তনীয়া। তাঁর পুত্র আলোক আড়ি বর্ত্তমানে সুনামের সহিত কীর্ত্তন গান করে যাচ্ছেন। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, আলোক আড়ি দ্বাদশ বর্ষিয় পুত্র কীর্ত্তনে বেশ পারঙ্গম হয়েছে।

—*—
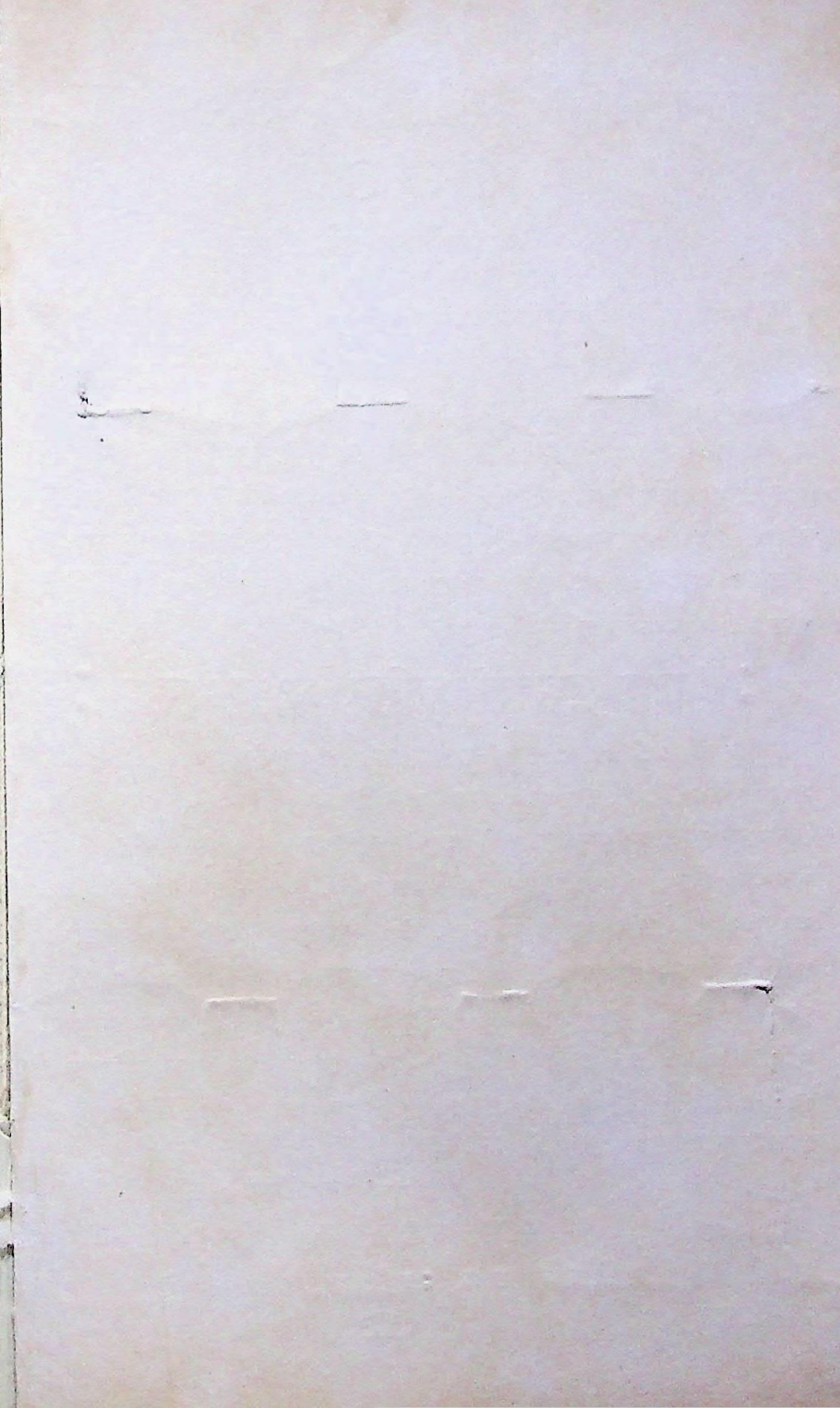
বৈষ্ণব রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষণা প্রসূত পত্রিকা দ্বয়

শ্রীপাদঈশ্বরপুরী

বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য। সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে প্রভূত গ্রন্থরাজী। যাহা বৈষ্ণব ইতিহাস, সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তাধারার পরিপূরক। ঐ সকল গ্রন্থাবলী অধুনা দুষ্প্রাপ্য বললে অত্যুক্তি হয় না। তাই সে সকল অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী জনসমক্ষে প্রতিভাত করিবার জন্য এই "শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী" নামক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়াস। আপনি বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা প্রদানে এই পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হউন। সম্ভব হলে এককালীন দুইশত টাকা পাঠিয়ে পত্রিকার আজীবন সদস্য হউন।

* বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ *

পদাবলী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের এক গৌরব পূর্ণ অধ্যায়। আর এই সকল পদাবলী সাহিত্য গৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের অমর অবদান। শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস মাধুর্য্যকে সুললিত কবিত্বের ভাষায় মূল্যায়ন করে যে সকল পদাবলী রচিত হইয়াছিল; তাহার রসাস্বাদন শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস মাধুর্য্যাস্বাদী ভক্ত বৃন্দের পরম ও চরম উপাদেয় বস্তু। সেই সকল দুষ্প্রাপ্য পদ গুলি প্রাচীন পদাবলী সংকলন গ্রন্থাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দুই শতাধিক পদকর্ত্তার জীবনী সহ তাহাদের রচিত শ্রীগৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী আলাদা ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের সূচনা ঘটিয়াছে। ইহার বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা। সুধী পাঠকবৃন্দ গ্রাহক হইয়া এই প্রচেষ্টার সুযোগ্য মূল্যায়ণের সহায়ক হউন।

—* যোগাযোগ *—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্য ডোবাপে :-হালিসহর, ২৪ পরগণা (উঃ)

☎ ৫৮৫-০৭৭৫